ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

CCA
Office fo the Controller of Certifying Authorities

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যলয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২- ২০২৩

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.cca.gov.bd

পৃষ্ঠপোষকতায়

জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

প্রধান উপদেষ্টা

জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন
সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সার্বিক নির্দেশনায়

জনাব এ.টি.এম. জিয়াউল ইসলাম
নিয়ন্ত্রক, সিসিএ কার্যালয়

প্রকাশনা কমিটি

ড. নাজমা আক্তার, সহকারী নিয়ন্ত্রক (ডাটাবেজ ও এ্যাডমিনিস্ট্রেশন)
জনাব তানজিলা মেহেনাজ, সহকারী নিয়ন্ত্রক (ইমার্জেন্সি রেসপন্স)
জনাব নাজনীন আক্তার, সহকারী প্রকৌশলী (আইটি সিকিউরিটি)
জনাব মোঃ খালেদ হোসেন চৌধুরী, আইন কর্মকর্তা
জনাব শামীম আহমেদ ভূঁইয়া, তদন্ত কর্মকর্তা (আইন)
জনাব মনিরা খাতুন, তদন্ত কর্মকর্তা (ইমার্জেন্সি রেসপন্স)
জনাব মোঃ হাসান মুনছুর, সহকারী প্রোগ্রামার (ওয়েব প্রযুক্তি)
জনাব ফাতেমা খাতুন, সহকারী নিয়ন্ত্রক (নিরাপত্তা ও সমন্বয়)

সম্পাদনায়

প্রকাশনা কমিটি

সার্বিক সহযোগিতায়

জনাব এস এম মুনীর উদ্দিন, উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন)
জনাব লুৎফুন নাহার, সহকারী নিয়ন্ত্রক (আইন)
জনাব মোঃ বনিআমিন, তদন্ত কর্মকর্তা (ইমার্জেন্সি রেসপন্স)
জনাব কাজী শোয়েব মোহাম্মদ, সহকারী প্রোগ্রামার (ডাটাবেজ)

কম্পিউটার কম্পোজ

মো: শাহ আলম, ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর

প্রকাশকাল

১২ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রি.

শেখ হাসিনা এমপি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

CCA

সজীব আহমেদ ওয়াজেদ

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

CCA

জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ সামসুল আরেফিন
সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ফোন: +৮৮ ০২ ৪১০২৪০৩১
ই-মেইল: secretary@ictd.gov.bd

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে সরকার প্রতিশ্রুত 'রূপকল্প-২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ' সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর সফল বাস্তবায়ন সরকারকে একটি উদ্ভাবন ও জ্ঞানভিত্তিক 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে প্রেরণা যুগিয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্কিটেক্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ-এর সময়োপযোগী দিক-নির্দেশনায় 'রূপকল্প-২০৪১: স্মার্ট বাংলাদেশ' অর্জনের লক্ষ্যে সারাদেশে সর্বস্তরে নিরাপদ আইসিটি সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থাসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ হতে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের জন্য স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট সমাজ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, আইন ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামো সৃষ্টি এবং সকল পর্যায়ে তা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা জানি অনলাইন কার্যক্রমের নিরাপত্তা বিধান এবং আইনগত স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার অনস্বীকার্য। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এর মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্য আদান-প্রদানে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের আইনগত বৈধতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও সাক্ষ্য (সংশোধন) আইন, ২০২২-এর মাধ্যমে ডিজিটাল স্বাক্ষরের সাক্ষ্যগত মূল্য নিশ্চিত করা হয়েছে। অনলাইন কার্যক্রমকে নিরাপদ রাখতে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের গুরুত্ব ও এর আইনগত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিসিএ কার্যালয় সরকারি দপ্তরসমূহে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজন করেছে। আমি আশা করি, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ন্যায় আগামী দিনগুলোতেও সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকাণ্ড সাফল্যের সাথে অব্যাহত থাকবে।

সিসিএ কার্যালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের এই উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

(মোঃ সামসুল আরেফিন)

নিয়ন্ত্রক
ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট
প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

মুখবন্ধ

তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি নিরাপদ, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক ও উদ্ভাবনী সক্ষমতাসম্পন্ন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ এঁর পরামর্শে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি এঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সামগ্রিক কার্যক্রম অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় এগিয়ে চলেছে।

তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি নিরাপদ, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক ও উদ্ভাবনী সক্ষমতাসম্পন্ন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকার তথ্যপ্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার ও আইনগত বৈধতা নির্ধারণ, সাইবার অপরাধ ও অপরাধী শনাক্তকরণে সিসিএ কার্যালয় আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সকল সরকারি কার্যক্রমে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সাথে সিসিএ কার্যালয়ের যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। সিসিএ কার্যালয় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ৫১৬ জন কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এবং কর্মশালা/সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে ২৮২ জন কর্মকর্তার ই-সাইন রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে "ডিজিটাল নিরাপত্তায় কিশোরী মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক ওয়েবিনারের মাধ্যমে সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১২,২১৫ জন কিশোরী শিক্ষার্থীকে হাতে-কলমে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ সংশোধনের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের "ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক -এর কার্যালয়ের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২" প্রণয়নের প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের অধীনস্ত সকল সিএ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মনিটরিং ও পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে সিএ প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়াও সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। আমি আশা করি, সিসিএ কার্যালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যক্রমসমূহ তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রণীত এই বার্ষিক প্রতিবেদন সিসিএ কার্যালয় এবং এর কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবগত করবে এবং ডিজিটাল/ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সিসিএ কার্যালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বিভিন্ন উদ্যোগ, কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ তুলে ধরার জন্য এই প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

(এ.টি.এম. জিয়াউল ইসলাম)

সূচিপত্র

সিসিএ কার্যালয়ের পটভূমি, ভিশন ও মিশন---- ২
সিসিএ কার্যালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ---- ৩
'ভিশন: ২১' বাস্তবায়নে সিসিএ কার্যালয় ---- ৩
সিসিএ কার্যালয়ের কর্মপরিধি---- ৩
সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর দায়িত্বাবলী ---- ৪
সিসিএ কার্যালয়ের জনবল সংক্রান্ত তথ্য---- ৫
সাংগঠনিক কাঠামো (প্রস্তাবিত)---- ৬
সিসিএ কার্যালয় সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/প্রবিধানমালা/নীতিমালা/গাইডলাইন---- ৭
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ---- ৭
ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন---- ৭
সিসিএ কার্যালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন---- ১৪
ই-সার্ভিসে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর বাস্তবায়নে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয়ের গৃহীত উদ্যোগ----১৬
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার বিষয়ক তথ্য----১৭
সিসিএ কার্যালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের মানবসম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য ----১৮
২০২২-২৩ অর্থবছরে আইন/বিধি/পলিসি প্রণয়ন সংক্রান্ত তথ্য----১৯
সিসিএ কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য ----২০
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০২২-২৩ সালের কর্মপরিকল্পনা ও অর্জন----২১
পুরস্কার/সম্মাননা সংক্রান্ত তথ্য---- ২২
সিসিএ কার্যালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের উদ্ভাবনী কার্যক্রম---- ২৩
২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)---- ২৩
সিসিএ কার্যালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্য---- ২৩
"সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান" শীর্ষক প্রকল্প ----২৪
সিসিএ কার্যালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরে আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্ট---- ২৫
বাংলাদেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর ও ডিজিটাল সনদ ---- ২৭
ব্যবহারবান্ধব ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর (ই-সাইন)---- ৩০
বাংলাদেশের লাইসেন্সপ্রাপ্ত সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) ---- ৩০
ওয়েবট্রাস্ট সীল, সিএ ব্রাউজার ফোরাম এবং সিসিএ কার্যালয়----৩১
সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত রোডম্যাপ ---- ৩৩
সিসিএ কার্যালয়ের ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব---- ৩৬
'কন্যাকথা' ওয়েবসাইট ---- ৩৭
সিসিএ কার্যালয়ের উত্তম চর্চা ---- ৩৮
সিটিজেন চার্টার---- ৩৯

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
www.cca.gov.bd

সিসিএ কার্যালয়ের পটভূমি, ভিশন ও মিশন

পটভূমি

দেশে নিরাপদ তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ, ই-কর্মাস, ই-লেনদেন, ই-প্রকিউরমেন্ট, ই-গভর্ন্যান্স চালুকরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৮ মোতাবেক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে ২০১১ সালে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় গঠিত হয়। এ সংস্থার প্রধান হলেন একজন নিয়ন্ত্রক যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। সংস্থার প্রধান হিসেবে নিয়ন্ত্রক ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ)-এর কার্যাবলী তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আইনগত বৈধতা ও নিরাপত্তা প্রদানের নিমিত্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ৬ ধারায় ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডের, ৭ ধারায় ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের এবং ৮ ধারায় সরকারি অফিসে ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড ও ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহারের আইনানুগ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮ এ ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সে মোতাবেক সিসিএ কার্যালয় সমগ্র বাংলাদেশে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর প্রবর্তন এবং সরকারি দপ্তরসমূহে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ও ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডের ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন সিসিএ কার্যালয় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অন্যতম অংশীদার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগসমূহ এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের লক্ষ্যমাত্রা যেমন- তারুণ্যের শক্তি, সাইবার জগতে নিরাপদ বিচরণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, স্মার্ট বাংলাদেশ ও অন্যান্য বিষয়ে সিসিএ কার্যালয় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮, নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮,'ভিশন ২০৪১' এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন উদ্যোগ/পরিকল্পনা/প্রকল্প গ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ভিশন

নিরাপদ তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ

মিশন

ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রবর্তনের মাধ্যমে নিরাপদ তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং সাইবার অপরাধ দূরীকরণে জাতীয় ও আঞ্চলিক যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা

সিসিএ কার্যালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- দেশে নিরাপদ তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে সহায়তা করা;
- Public Key Infrastructure (PKI) কার্যক্রম পরিচালনা;
- ইলেক্ট্রনিক/ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তন করে অনলাইন জালিয়াতি প্রতিরোধের মাধ্যমে নিরাপদ তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ;
- ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের পরিচিতি সংরক্ষণ, যাচাই ও সনদ প্রদান;
- জনসাধারণকে নিরাপদ তথ্য আদান-প্রদানে সচেতন করা।

‘ভিশন: ২১’ বাস্তবায়নে সিসিএ কার্যালয়

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং দেশে নিরাপদ তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তন ও পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচারের (পিকেআই) উন্নয়ন সাধন এসব কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম। ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় হতে ৮টি প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফাইং অথরিটির (সিএ) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

১৮ এপ্রিল, ২০১২ সালে রুট কী জেনারেশন সিরিমনির মাধ্যমে সিসিএ কার্যালয় দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালুকরণের যাত্রা শুরু করে। এরই প্রেক্ষিতে সরকার নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালু করেছে:

- পেপারলেস গভর্নমেন্ট;
- ই- গভর্নমেন্ট;
- ই- কমার্স;
- ই- প্রকিউরমেন্ট;
- ইলেক্ট্রনিক ডকুমেন্ট সাইনিং;
- ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যাংকিং;
- ডিভাইস ও সার্ভার সাইনিং;
- সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ।

অনলাইন কার্যক্রমে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহারের ফলে নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি এর আইনগত বৈধতা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর বিধান অনুসারে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমের আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক অগ্রগতির ফলে সবকিছুর মধ্যে আরো বেশি আন্তঃসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে এবং কঠিন কাজ দ্রুত সমাধান করতে পারছে। কিন্তু এর পাশাপাশি সাইবার সন্ত্রাস বা কম্পিউটার ও অনলাইনভিত্তিক নানা অপরাধের প্রবণতাও বেড়ে গেছে। এ সকল হুমকির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশ সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন করেছে।

সিসিএ কার্যালয়ের কর্মপরিধি

১. সিসিএ কার্যালয়ের অধীনে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে লাইসেন্স প্রদান এবং তাদের নিয়ন্ত্রক হিসেবে দায়িত্ব পালন;
২. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষসমূহের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ ও তদারকি;
৩. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষসমূহের বিভিন্ন তথ্য, যেমন: প্রদত্ত পাবলিক ও প্রাইভেট কীসমূহের তথ্য, গ্রাহকদের তথ্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সংরক্ষণাধার ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পাদন;
৪. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট-এর সংরক্ষণাধার (repository) উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;

৫. দেশে নিরাপদ ই-কমার্স, ই-পেমেন্ট, ই-লেনদেন ই-প্রকিউরমেন্ট তথা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়তা প্রদান;
৬. সরকারি তথ্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের নিরাপদ আদান-প্রদান নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলি সম্পাদন;
৭. গ্রাহক ও সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষসমূহের মধ্যকার বিভিন্ন স্বার্থের বিরোধ নিষ্পত্তি করা;
৮. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষসমূহের ভৌত ও কারিগরি অবকাঠামো নিরীক্ষার জন্য আইটি অডিটর প্যানেলভুক্ত করা;
৯. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট ডাটাবেজে নাগরিক তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
১০. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন প্রবিধি/ গাইডলাইন/ নির্দেশিকা প্রণয়ন;
১১. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট ডাটাবেজ-এর ব্যবহারকারীদের জন্য কারিগরি মানদণ্ড নির্ধারণ;
১২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর অধীন সংঘটিত সাইবার অপরাধের মামলার তদন্ত;
১৩. সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনালে কোনো আপীল দায়ের হলে উক্ত আপীলের রায়ের কপি ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণ কক্ষে সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর দায়িত্বাবলী

১. নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা;
২. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান;
৩. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণীয় মানদন্ড নির্ধারণ;
৪. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারণ;
৫. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কার্য পরিচালনার শর্তাবলী নির্ধারণ;
৬. ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর প্রত্যয়নের বিষয়ে ব্যবহৃত হতে পারে এরুপ লিখিত, ছাপানো অথবা দৃশ্যমান কোনো বিষয়বস্তু বা বিজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি নির্ধারণ;
৭. ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ফরম ও এতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি নির্ধারণ;
৮. বিদেশী সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে স্বীকৃতি প্রদান;
৯. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর বিষয়ে প্রবিধি প্রণয়ন;
১০. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের হিসাব সংরক্ষণের ছক ও পদ্ধতি নির্ধারণ;
১১. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে নিরীক্ষক নিয়োগের শর্তাবলী এবং তাহাদের সম্মানী নির্ধারণ;
১২. কোনো সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এককভাবে বা অন্য কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সাথে যৌথভাবে ইলেকট্রনিক সিস্টেম স্থাপনের সুবিধা প্রদান এবং উক্ত সিস্টেম পরিচালনার নীতি নির্ধারণ;
১৩. কার্য পরিচালনা বিষয়ে গ্রাহক ও সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের আচরণ বিধি নির্ধারণ;
১৪. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ও গ্রাহকের মধ্যকার স্বার্থের বিরোধ নিষ্পত্তি;
১৫. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্ধারণ;
১৬. কম্পিউটারজাত উপাত্ত-ভান্ডার সংরক্ষণ;
১৭. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা সার্টিফিকেট প্রাপ্তির কোনো শর্ত লঙ্ঘিত হলে সার্টিফিকেট বাতিলের আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ;
১৮. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট-এর সংরক্ষণাধার (repository) উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
১৯. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
২০. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য আবেদনকারীদের লাইসেন্স প্রদান;
২১. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষসমূহকে প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিতকরণ;
২২. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের লাইসেন্সের আবেদন, লাইসেন্স প্রদান, মানদন্ড নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন;
২৩. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট ডাটাবেজ-এ নাগরিক তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
২৪. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন প্রবিধি/গাইডলাইন প্রণয়ন;
২৫. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট ডাটাবেজ-এর ব্যবহারকারীদের জন্য কারিগরি মানদণ্ড নির্ধারণ;

২৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর কোন আইন বা প্রণীত বিধিবিধান লঙ্ঘিত হলে তদন্ত কার্যপরিচালনা এবং দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ;

২৭. তদন্তের স্বার্থে কম্পিউটার এবং এতে ধারণকৃত উপাত্তে প্রবেশ;

২৮. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর কোন আইন বা প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের বিধান প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য আদেশ দ্বারা সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা এর কোন কর্মচারীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান;

২৯. কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে সংরক্ষিত সিস্টেম হিসেবে ঘোষণা;

৩০. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর বিধি-বিধান অনুসারে জরিমানা আরোপ এবং আদায়;

৩১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হলে বা হচ্ছে মর্মে বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকলে তল্লাশি করা, সংশ্লিষ্ট বস্তু আটক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা অপরাধীকে গ্রেফতার;

৩২. সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনালে কোন আপীল দায়ের হইলে উক্ত আপীলের রায়ের কপি ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণ কক্ষে সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ বা এর অধীন প্রণীত বিধির অধীন অন্য কোনো কার্য সম্পাদন;

৩৪. সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন।

সিসিএ কার্যালয়ের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

জনবল (অনুমোদিত ও কর্মরত)

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক -এর কার্যালয়ে ৯ম গ্রেড বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের ৩৫টি, দশম গ্রেডের ০২ টি, ১১-১৬তম গ্রেডের ৩০ টি এবং ১৭-২০তম গ্রেডের ১৬ টিসহ মোট ৮৩ টি অনুমোদিত পদ রয়েছে। কর্মরত জনবলের সংখ্যা ২৭ এবং শূন্য পদের সংখ্যা ৫৬।

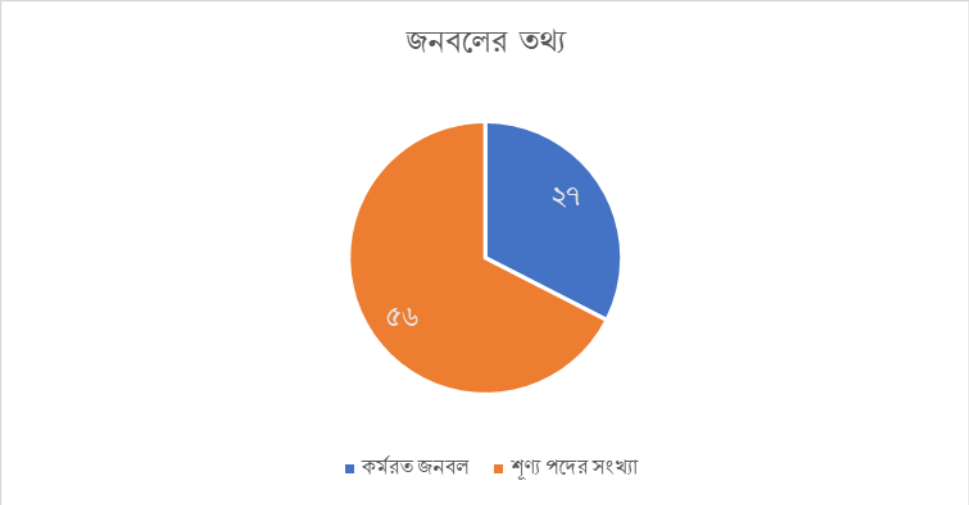

* শূন্য পদসমূহে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সাংগঠনিক কাঠামো (প্রস্তাবিত)

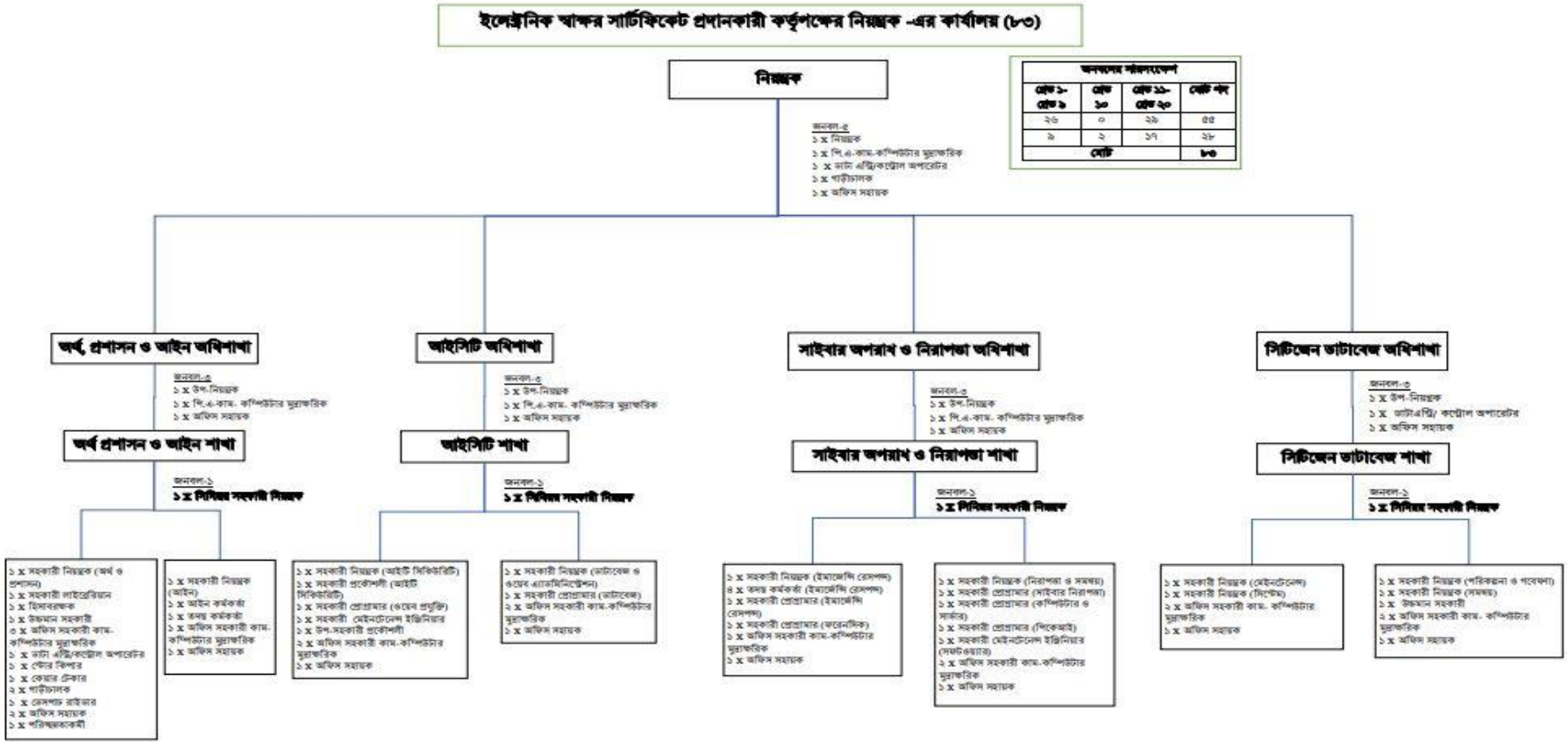

সিসিএ কার্যালয় সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/প্রবিধানমালা/নীতিমালা/গাইডলাইন

আইন:

ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬

খ) ব্যাংকার বহি সাক্ষ্য আইন, ২০২১

গ) সাক্ষ্য (সংশোধন) আইন, ২০২২

বিধিমালা ও প্রবিধানমালা:

ক) তথ্য প্রযুক্তি (সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১০

খ) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক -এর কার্যালয় (নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক ও সহকারী নিয়ন্ত্রক) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২

গ) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক -এর কার্যালয়ের (কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১২

ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (তদন্ত পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২২

পলিসি/নীতিমালা:

ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮

খ) বাংলাদেশ রুট সিএ সার্টিফিকেট পলিসি, ২০২০ (ভার্সন ৩.০)

গ) বাংলাদেশ রুট সিএ সার্টিফিকেশন অনুশীলন বিবৃতি (ভার্সন ৩.১)

গাইডলাইন:

ক) পিকেআই অডিটিং গাইডলাইন, ২০২১ (ভার্সন ৪.০)

খ) টাইম স্ট্যাম্পিং সার্ভিসেস্ গাইডলাইন ফর সার্টিফাইং অথোরিটিজ, ২০২০ (ভার্সন ২.০)

গ) ডিজিটাল স্বাক্ষর ইন্টারঅপারেবিলিটি নির্দেশিকা, ২০১৮ (ভার্সন ১.৭)

ঘ) ই-সাইন সার্ভিস গাইডলাইন ফর সার্টিফাইং অথোরিটিজ, ২০২০ (ভার্সন ১.০.১)

(ঙ) e-KYC Guideline for CA Operators, 2021 (V 1.0)

(চ) CCA e-Sign API Specification Part 1: E-Signature for online e-KYC, 2022 (V 1.0)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ

- দেশে নিরাপদ তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে সহায়তা করা;
- আইনানুগভাবে Public Key Infrastructure (PKI) কার্যক্রম পরিচালনা;
- জনগণকে নিরাপদ তথ্য আদান-প্রদানে সচেতন করা।

ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়ে ২০১৬ সাল হতে ই-নথির কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বর্তমানে এ কার্যালয়ের সকল কার্যক্রম ডি-নথিতে আপগ্রেড করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও উন্নয়ন কার্যক্রম

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়ের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বছরে সিসিএ কার্যালয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করে। সিসিএ কার্যালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও উন্নয়ন কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

রিলিফ ভ্যালিডেশন লিমিটেডকে সিএ লাইসেন্স প্রদান

দেশের অষ্টম সার্টিফাইং অথরিটি হিসেবে রিলিফ ভ্যালিডেশন লিমিটেড-কে সার্টিফাইং অথরিটি (সিএ) লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় ৭ মে, ২০২৩ তারিখে রিলিফ ভ্যালিডেশন লিমিটেড এর অনুকূলে সিএ লাইসেন্স হস্তান্তর করে। উক্ত লাইসেন্স প্রদান অনুষ্ঠানে সিসিএ কার্যালয়ের পক্ষে জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার সরকার, নিয়ন্ত্রক এবং রিলিফ ভ্যালিডেশন লিমিটেড এর পক্ষে জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক, সাবেক সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ উপস্থিত ছিলেন। দেশব্যাপী ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর স্বাক্ষরের প্রসারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অনলাইন তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য দাতা ও গ্রহীতার পরিচিতির পাশাপাশি তথ্যের গোপনীয়তা, নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি দেশের জনগণের তথ্যের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

ডিজিটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়ন ও উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম

২০২২-২৩ অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয় ডিজিটাল স্বাক্ষরের উন্নয়নে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এরই অংশ হিসেবে সিসিএ কার্যালয়ের Root CA PKI (Hardware & Software) Solution হালনাগাদ করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানী লিমিটেড (বিডিসিসিএল) এর প্রশাসনিক কাজে ডিজিটাল স্বাক্ষর/ই-সাইন এর ব্যবহার চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সার্টিফাইং অথরিটির সিএ সার্টিফিকেট স্বাক্ষরের জন্য Certificate Signing Ceremony আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং প্যানেলভুক্ত সিএ অডিটর প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সিসিএ কার্যালয়ের "ই-গর্ভন্যান্স এবং উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩" এর অংশ হিসেবে "Digital Signature Data Visualization Tool" নামক একটি ওয়েব বেজড সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও সিসিএ কার্যালয়ে "সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ওয়েবট্রাস্ট সীল অর্জনের লক্ষ্যে মালয়েশিয়াভিত্তিক প্রতিষ্ঠান BDO Malaysia এর সাথে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

সিএ অডিটর প্যানেল নিয়োগ

সার্টিফাইং অথরিটিসমূহের ভৌত ও কারিগরি অবকাঠামোর নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করার নিমিত্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১০ এর ৩২ বিধি মোতাবেক অডিটর প্যানেল নিয়োগ করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয় ২০২৩ সালের সিএ অডিট কার্যক্রমের জন্য নিম্নোক্ত ০৪ (চার)টি প্রতিষ্ঠানকে অডিটর হিসেবে প্যানেলভূক্ত করে:

ক্রমিক নং	প্যানেলভুক্ত অডিটর প্রতিষ্ঠানের নাম	ওয়েবসাইট
০১.	ইনোভেটিভ মাইন্ডস কনসাল্টিং লিমিটেড	www.iminds-consulting.com
০২.	মসিহ্ মুহিত হক অ্যান্ড কোং	www.rsm.global/bangladesh
০৩.	কেপিএমজি বাংলাদেশ	www.kpmg.com/bd
০৪.	সামিটেক লিমিটেড	www.samitechbd.com

তথ্য প্রযুক্তি (সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১০ এর বিধান মোতাবেক নিয়োগকৃত সিএ অডিটর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) সমূহের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে নিরীক্ষা প্রতিবেদন সিসিএ কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকে।

সার্টিফাইং অথরিটিসমূহের ভৌত ও কারিগরী অবকাঠামো পরিদর্শন

সার্টিফাইং অথরিটির কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার স্বার্থে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয়ের সিএ পরিদর্শন টিম কর্তৃক বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল সিএ, বাংলাদেশ ব্যাংক সিএ, ডাটাএজ সিএ, ম্যাংগো টেলিসার্ভিসেস লিমিটেড সিএ, দোহাটেক নিউ মিডিয়া সিএ, কম্পিউটার সার্ভিসেস লিমিটেড সিএ এবং বাংলাফোন সিএ এর ভৌত ও কারিগরী অবকাঠামো পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শন শেষে পরিদর্শন টিম কর্তৃক প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ পরিদর্শন প্রতিবেদন নিয়ন্ত্রকের নিকট দাখিল করা হয়েছে। অতঃপর পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ সংশ্লিষ্ট সিএ প্রতিষ্ঠানকে প্রেরণ করা হয়েছে।

সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ডিজিটাল স্বাক্ষর ও ই-সাইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ/সেমিনার আয়োজন

ডিজিটাল স্বাক্ষর/ই-সাইনের প্রচারণা, ব্যবহার বৃদ্ধি এবং সরকারি দপ্তরসমূহে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে সরকারি কর্মকর্তাদের ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বিডিসিসিএল ও সিসিএ কার্যালয়ের ৫১৬ জন কর্মকর্তা উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশ নেন। এছাড়াও সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনার/কর্মশালার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ১০ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের ২৮৬ জন কর্মকর্তার ই-সাইন রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় ডিজিটাল স্বাক্ষরের আইনগত দিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ডিজিটাল স্বাক্ষর/ই-সাইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সেমিনার

কিশোর-কিশোরীদের সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভা আয়োজন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নির্দেশনায় সিসিএ কার্যালয় ২৫/০১/২০২৩ তারিখে কিশোর-কিশোরীদের সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ বিষয়ক কেন্দ্রীয় কমিটির ১ম সভার আয়োজন করে। ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি, বাংলাদেশ পুলিশ এবং সিআইডিসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত কমিটির সদস্যগণ কমিটির কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সভাকক্ষে আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এনএম জিয়াউল আলম পিএএ।

সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভা

কিশোরী শিক্ষার্থীদের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান

সিসিএ কার্যালয় ২০২২-২৩ অর্থবছরে অনলাইন জুম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে "ডিজিটাল নিরাপত্তায় কিশোরী মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করে। উক্ত কর্মশালার মাধ্যমে সারাদেশের ০৮টি বিভাগের ১৪টি জেলার ৩১৮ টি স্কুলের ১২,২১৫ জন কিশোরী শিক্ষার্থীকে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই কর্মশালায় সাইবার অপরাধ ও সংশ্লিষ্ট আইনের ব্যাখ্যা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিরাপদে বিচরণের কৌশলসমূহ, অপরাধ সংঘটিত হলে তা থেকে উত্তরণের উপায়, সহায়তা প্রাপ্তি এবং অভিযোগ করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এছাড়াও এতে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়েও শেখানো হয়। ইতোমধ্যে সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত এই কার্যক্রমটি সারাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

কিশোরী শিক্ষার্থীদের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য সমসাময়িক বিষয়ের উপর লার্নিং সেশন আয়োজন

সমসাময়িক বিষয়ের উপর লার্নিং সেশনের অংশ হিসেবে সিসিএ কার্যালয় ২০২২-২৩ অর্থবছরে "সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক একটি কর্মশালা এবং "ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব ও সার্ট" বিষয়ক একটি সেমিনার আয়োজন করে। আয়োজিত কর্মশালা এবং সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিসিএ কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রক জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার সরকার। "সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক কর্মশালায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আর্কিটেক্ট (এন্টারপ্রাইজ ও ডাটা সেন্টার) জনাব হাসান উজ জামান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। "ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব ও সার্ট" বিষয়ক সেমিনারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজিডি ই-গভ সার্ট এর ডিজিটাল ফরেনসিক এনালিস্ট জনাব রুবাইয়াত বিন মোদাচ্ছের এবং ইনফরমেশন স্পেশালিস্ট জনাব মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম। সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত উক্ত সেমিনার এবং কর্মশালায় সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনস্ত বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা এবং সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

সমসাময়িক বিষয়ের উপর লার্নিং সেশনের স্থিরচিত্র

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন

সিসিএ কার্যালয় ২০২২-২৩ অর্থবছরে "ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩"এর আলোকে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক দুইটি কর্মশালা আয়োজন করে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ উক্ত কর্মশালার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মশালা দুটিতে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা, করণীয় বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও এতে সিসিএ কার্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের পাশাপাশি IoT (Internet of Things) যন্ত্রপাতি স্থাপন, ব্লকচেইন টেকনোলজি, Robotics এবং AI (Artificial Intelligence) এর ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, সিসিএ কার্যালয় এবং বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণ উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

সিসিএ কার্যালয় আয়োজিত অন্যান্য সেমিনার ও কর্মশালা

২০২২-২৩ অর্থ বছরে সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে "ডিজিটাল হাইজিন", "ডিপিপি প্রণয়ন ও পরীক্ষণ", "তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ", "সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা" এবং "সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন" বিষয়ক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক "বাংলাদেশে ই-গভর্ন্যান্স-আন্তর্জাতিক অবস্থান" বিষয়ে দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণ উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

"সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক সেমিনার

"ডিপিপি প্রণয়ন ও পরীক্ষণ" বিষয়ক কর্মশালা

সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন

সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে "VA, NPT & Ethical Hacking" বিষয়ক প্রশিক্ষণ, "পিকেআই, ক্রিপ্টোগ্রাফি এবং আইটি সিকিউরিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, "SIEM Design, VA, NPT & Ethical Hacking" বিষয়ক প্রশিক্ষণ, নৈমিত্তিক ছুটি ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, শুদ্ধাচার সংক্রান্ত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ এবং "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে" দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। জাতীয়

শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে "শুদ্ধাচার সংক্রান্ত" দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ এবং "অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার" বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

"ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ

"তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে" প্রশিক্ষণ

সিসিএ কার্যালয়ে পিকেআই আরএন্ডডি ল্যাব স্থাপন

বাংলাদেশে পিকেআই সিস্টেমের প্রসার এবং ভবিষ্যৎ ক্রিপ্টোগ্রাফি ও ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও নীতিমালার উপর গবেষণার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে "সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে সিসিএ কার্যালয়ে PKI R&D Tool Development and Support Lab স্থাপন করা হয়েছে। এই ল্যাবে রয়েছে উচ্চ গতিসম্পন্ন কম্পিউটার (ল্যাপটপ ও ওয়ার্কস্টেশন) যেগুলো ব্যবহার করে খুব সহজেই পিকেআই সংক্রান্ত গবেষণা, ডিজিটাল স্বাক্ষর ইস্যু এবং পিকেআই বিষয়ক প্রযুক্তির মান উন্নয়নে ভুমিকা রাখা সম্ভব। পিকেআই তথা ডিজিটাল স্বাক্ষর এবং ক্রিপ্টোগ্রাফি সংক্রান্ত গবেষণা এবং উক্ত গবেষণায় প্রাপ্ত বিভিন্ন ধারণার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ পিকেআই সংক্রান্ত সমাস্যার সমাধান এবং সহজে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিতরণ নিশ্চিত করা এই ল্যাবের মূখ্য উদ্দেশ্য। সিসিএ কার্যালয়ের পিকেআই আরএন্ডডি (PKI R&D) ল্যাবে সিসিএ কার্যালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতাভূক্ত ০২ (দুই)টি টুলস উন্নয়নের উপর গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আইন, বিধি, নীতিমালা ও নির্দেশিকা প্রণয়ন/সংশোধনী/হালনাগাদ সংক্রান্ত কার্যক্রম

২০২২-২৩ অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০২২ এর খসড়া প্রণয়ন করে খসড়া প্রস্তাব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের প্রস্তাবিত "ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২" অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সার্টিফাইং অথরিটি (সিএ) লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত গাইডলাইন, ২০২৩ এবং সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কর্মচারীগণের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারণ সংক্রান্ত গাইডলাইন, ২০২৩ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ রুট সিএ সার্টিফিকেশন অনুশীলন বিবৃতি (ভার্সন ৩.১) হালনাগাদ করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা শীর্ষক সেমিনারের প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন

সিসিএ কার্যালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা ২.৬ বাস্তবায়নের নিমিত্ত রিসার্চ স্টাডি প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক "সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা শীর্ষক সেমিনারের প্রভাব মূল্যায়ন" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক সেমিনারের কম্পোনেন্টসমূহের বিষয়ে ধারণা প্রদান, সেমিনারের ফলাফল বিশ্লেষণ ও এর প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়ে বিভিন্ন তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও উক্ত গবেষণা প্রতিবেদনে সেমিনারের উন্নয়নে করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং সুপারিশ তুলে ধরা হয়। সিসিএ কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উক্ত গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়নে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন।

জাতীয় পর্যায়ে Public Key Infrastructure (PKI) Contest আয়োজন

"সিসিএ কার্যালয়ে সিএ মিনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০৮ জুন, ২০২৩ তারিখে জাতীয় পর্যায়ে Public Key Infrastructure (PKI) Contest আয়োজন করা হয়। সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় দুইটি ক্যাটাগরিতে (প্রফেশনাল ক্যাটাগরিতে ২ জন এবং শিক্ষার্থী ক্যাটাগরিতে ৪ জন) মোট ছয় জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিগত ১৩ জুন ২০২৩ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক জনাব রনজিত কুমার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উইমেন ই-কমার্স এন্ট্রিপ্রেনিউরশীপ ট্রাস্ট (উই) সামিট ২০২২ আয়োজন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সহ-আয়োজক উইমেন ই-কমার্স এন্ট্রিপ্রেনিউরশীপ ট্রাস্ট (উই) এর তত্ত্বাবধানে সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক ১৪-১৫ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে "উই সামিট ২০২২" আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক। এ সম্মেলনের EBL WE Co-Brand Mastercard Launching Ceremony-তে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি। এছাড়াও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এনএম জিয়াউল আলম পিএএ, ই-কমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব শমী কায়সার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং তথ্যপ্রযুক্তি অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এতে আলোচক হিসেবে অংশ নেন। দুই দিনব্যাপী আয়োজিত এই সম্মেলনে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ২০ জন নারীকে "জয়ী এওয়ার্ড" প্রদান করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

আন্তর্জাতিক সাইবার ড্রিলে অংশগ্রহণ

সিসিএ কার্যালয় গত ৮-৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত "2nd International Africa CERT Cyber Security Drill, 2022" এবং OIC-CERT কর্তৃক ৭ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে আয়োজিত "The 10th Arab Regional & Oman National CERT Cyber Drill 2022"-এ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সিসিএ কার্যালয় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সাইবার ড্রিল দুটিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যথাক্রমে ৬ষ্ঠ ও ৯ম স্থান অর্জন করে।

জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন দিবস/সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণ

সিসিএ কার্যালয় ২০২২-২৩ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ আয়োজিত সকল সভা, সেমিনারে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস, জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা ও ১৫ই আগস্টের সকল শহীদের প্রতি সিসিএ কার্যালয় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত দোয়া-মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও সরকারের বিভিন্ন সরকারি দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস/উৎসব/অনুষ্ঠান/সভা/সেমিনারে সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করেন।

সিসিএ কার্যালয়ের গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রম

"ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক প্রশিক্ষণের সকল রেকর্ডিং, প্রশ্নোত্তর পর্ব, টিউটোরিয়াল, ই-বুক সহ সব ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল সমন্বয় করে "কন্যা কথা" নামে একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কিশোরী শিক্ষার্থীদের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। এই ওয়েবসাইটের জেলা এম্বাসেডরদের সহায়তায় এবং অনলাইন অভিযোগ/পরামর্শ ফর্ম ব্যবহার করার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা সরাসরি সিসিএ কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ পাচ্ছে।

সিসিএ কার্যালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ অনুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের "সংযুক্ত দপ্তর" হিসেবে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় ২০১১ সালের এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সিসিএ কার্যালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো নিম্নরূপ:

- ডিজিটাল/ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বাংলাদেশ ব্যাংক, দোহাটেক নিউ মিডিয়া, ম্যাংগো টেলিসার্ভিসেস লিমিটেড, ডাটাএজ লিমিটেড, বাংলাফোন লিমিটেড, কম্পিউটার সার্ভিসেস লিমিটেড এবং রিলিফ ভ্যালিডেশন লিমিটেডকে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) হিসেবে লাইসেন্স প্রদান;
- সারাদেশে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার বৃদ্ধি ও জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ডংগলভিত্তিক ডিজিটাল স্বাক্ষরের পাশাপাশি ব্যবহারবান্ধব ই-সাইন প্রবর্তন;
- সিসিএ কার্যালয়ের রুট সিএ পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার (পিকেআই) সিস্টেমের মানোন্নয়ন;
- যশোরের শেখ হাসিনার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে সিসিএ কার্যালয়ের রুট সিএ সিস্টেমের ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার (DRC) স্থাপন;
- সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও তদন্তের জন্য ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন;
- বাংলাদেশে পিকেআই সিস্টেমের প্রসার এবং ভবিষ্যৎ ক্রিপ্টোগ্রাফি ও ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও নীতিমালার উপর গবেষণার লক্ষ্যে পিকেআই আরএন্ডডি (PKI R&D) ল্যাব স্থাপন;
- "সিসিএ কার্যালয়ে সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিসিএ কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার স্থাপন এবং ই-সাইন ডাটাবেজ উন্নয়ন;
- গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে অবস্থিত ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টারে সিসিএ কার্যালয়ের জন্য সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার (SOC) স্থাপন;
- ২০১৩-১৪ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত সারাদেশে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে মোট ৬০,৯৮১টি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে। ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণের তুলনামূলক তথ্য নিম্নরূপ:

সিএ / সময়	বাংলাফোন লি: সিএ	দোহাটেক নিউ মিডিয়া সিএ	ম্যাংগো টেলিসার্ভিসেস লি: সিএ	ডাটাএজ লি: সিএ	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল সিএ	কম্পিউটার সার্ভিসেস লি: সিএ	বাংলাদেশ ব্যাংক সিএ	ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট সংখ্যা
২০১৩-১৪	-	-	৩	২৩,০০০	-	-	-	২৩,০০৩
২০১৪-১৫	২৮	২৩,৮৭৩	৬০	১২২১	-	-	-	২৫,১৮২
২০১৫-১৬	৩৩	৪৩	৫৩	২০৪০	-	-	-	২১৬৯
২০১৬-১৭	১৪	৩৮	৮	১১৫০	-	-	-	১২১০
২০১৭-১৮	১	১	৬	১১১	৪	-	-	১২৩
২০১৮-১৯	৬০৩	-	৫	৪৩	১৩৬	-	-	৭৮৭
২০১৯-২০	৭০৩	-	-	-	১২৩৯	-	-	১৯৪২
২০২০-২১	-	-	৮০১	-	১৩৯	-	-	৯৪০
২০২১-২২	৬৫৯	১৪	-	৪০	৬৭২	-	-	১৩৮৫
২০২২-২৩	৩৩৬২	১	২	৩	৭৫৮	৩	২১	৪১৫০
সর্বমোট	**৫৪০৩**	**২৩,৯৭০**	**৯৩৮**	**২৭,৬০৮**	**২৯৪৮**	**৩**	**২১**	**৬০,৯৮১**

- ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত সারাদেশের ২৮,৪৪৮ জন সরকারি কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের তুলনামূলক তথ্য নিম্নরূপ:

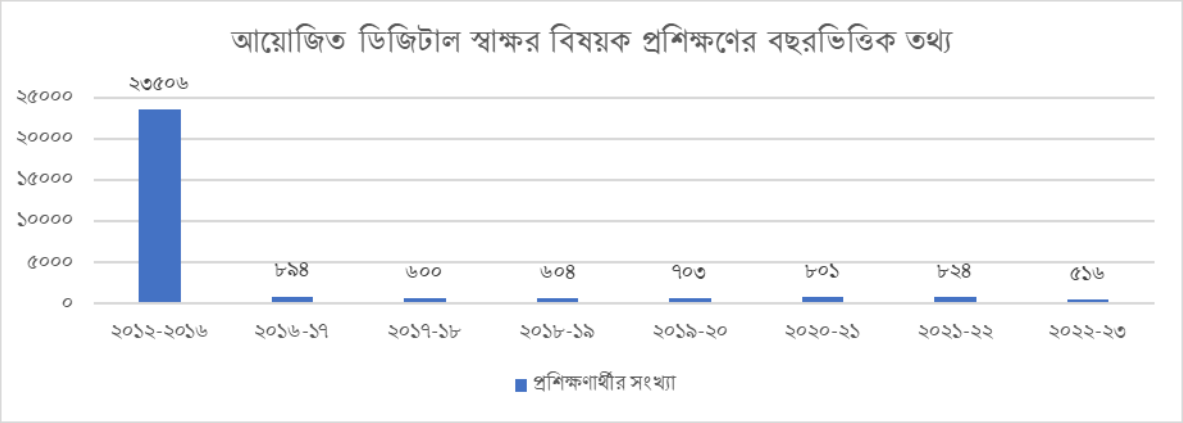

- "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক সেমিনার/ওয়েবিনার/কর্মশালার মাধ্যমে সারাদেশের ১,০১,৩০০ জন কিশোরী শিক্ষার্থীকে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত উক্ত সেমিনার/ওয়েবিনার/কর্মশালার তথ্য নিম্নরূপ:

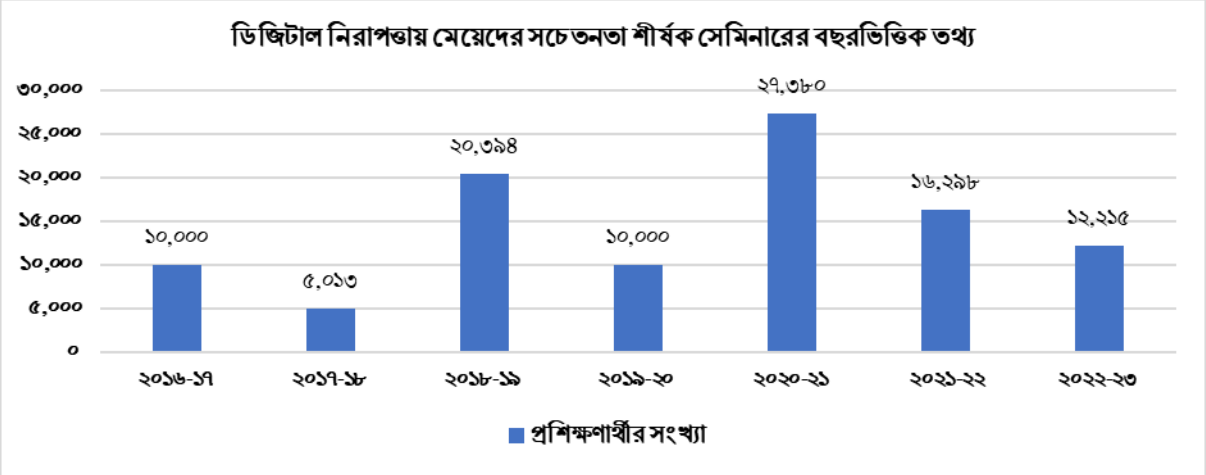

- "সিসিএ কার্যালয়ে সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) এবং Malware Analysis Tools (MAT) সফটওয়্যার টুলস ইনস্টলেশন কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;
- "সিসিএ কার্যালয়ে সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিকিউরিটি ইনফরমেশন এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট (SIEM) এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ফায়ারওয়াল (WAF) সফটওয়্যার ও হার্ডওয়ার ইনস্টলেশন কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;
- ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করে। এ সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	সময়কাল (অর্থবছর)	দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে অবস্থান
১.	২০২০-২১	চতুর্থ
২.	২০২১-২২	প্রথম
৩.	২০২২-২৩	প্রথম

- ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন;

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে এবং DSDL-এর সহায়তায় আয়োজিত "ভিশন-৪১: স্মার্ট আইসিটি ডিভিশন পরিকল্পনা প্রণয়ন" বিষয়ক কর্মশালায় আইসিটি বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের নিজস্ব রোডম্যাপ প্রণয়ন কার্যক্রমে সিসিএ কার্যালয়ের প্রথম স্থান অর্জন;
- সিসিএ কার্যালয় ইনফরমেশন সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ISO/IEC 27001:2013 সনদ অর্জন;
- সিসিএ কার্যালয় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হিসেবে Organization of Islamic Conference Computer Emergency Response Team (OIC-CERT)-এর পূর্ণ সদস্যপদ লাভ;
- সিএ প্রতিষ্ঠানসমূহের ই-সাইন বাস্তবায়নে CCA e-Sign API Specification Part 1: E-Signature for Online e-KYC প্রণয়ন;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (তদন্ত পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২২ প্রণয়ন;
- সিসিএ কার্যালয়ের সকল কার্যক্রম পর্যালোচনান্তে এ প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে তা সমাধানের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের রোডম্যাপ প্রণয়ন;
- "মুজিববর্ষ ২০২০" উদযাপন উপলক্ষ্যে "ডিজিটাল বিপ্লবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগ ও নিরাপদ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডিজিটাল স্বাক্ষরের গুরুত্ব" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন;
- "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক প্রশিক্ষণের সকল রেকর্ডিং, প্রশ্নোত্তর পর্ব, টিউটোরিয়াল, ই-বুকসহ সব ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল সমন্বয় করে "কন্যাকথা" নামে ওয়েবসাইট চালু।

ই-সার্ভিসে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর বাস্তবায়নে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয়ের গৃহীত উদ্যোগ

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থায় ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহারের ক্ষেত্র নির্ধারণ এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের অনলাইন এপ্লিকেশনে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সংযুক্তকরণের লক্ষ্যে সিসিএ কার্যালয় ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিয়মিত সভা, সেমিনার ও নলেজ শেয়ারিংসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

- **বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড এর প্রশাসনিক কাজে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার:**

২০২৩ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড এর প্রশাসনিক কাজে মার্চ, মাস হতে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার চালু করা হয়। এ লক্ষ্যে সিসিএ কার্যালয়, বিসিসি সিএ এবং বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড এর মধ্যে একাধিক সভার মাধ্যমে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্ধারণ করা হয়। সিসিএ কার্যালয় হতে বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড এর কর্মকর্তাদের ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড এর ৩৩ জন কর্মকর্তা প্রশাসনিক কাজে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করছেন।

- **এস্পায়ার টু ইনোভেট (a2i) এবং সিসিএ কার্যালয়ের সভা:**

ই-নথি সিস্টেমে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর যুক্ত করার লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয়, এস্পায়ার টু ইনোভেট (a2i) এবং সিএ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসকল বৈঠকে আলোচনার মাধ্যমে ই-নথি/ডি-নথি সিস্টেমে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয় এবং ইন্টিগ্রেশন প্রক্রিয়ার কারিগরি প্রতিবন্ধকতা সনাক্তকরণ ও সমাধান করা হয়। বিগত জুন, ২০২৩ এ ই-নথি/ডি-নথি টেস্ট সিস্টেমের পত্র জারিতে সাফল্যের সাথে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রয়োগ করা হয়।

- **প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (CPTU) এবং সিসিএ কার্যালয়ের সভা:**

ই-জিপি সিস্টেমে ডিজিটাল স্বাক্ষর অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয়, সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (CPTU) এর কারিগরি টিম ও সিএ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ই-জিপি সিস্টেমের টেস্ট এনভায়রনমেন্টে ডিজিটাল স্বাক্ষর যুক্তকরণের জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে POC করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডিসেম্বর, ২০২২ এ ই-জিপি সিস্টেম NOA জারি এবং Contract Agreement Signing-এ ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার সংক্রান্ত Requirement Analysis করা হয় এবং দোহাটেক সিএ কর্তৃক ই-জিপি সিস্টেমে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার সংক্রান্ত একটি ডেমো সল্যুশন প্রদর্শন করা হয়।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার বিষয়ক তথ্য

সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ এর ১৫(১) নং ক্রমিকে ইলেক্ট্রনিক নোটিং, ফাইলিং ও ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহারের মাধ্যমে সকল অফিসে পর্যায়ক্রমে ইলেক্ট্রনিক অফিস পদ্ধতি চালুর নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'র অধ্যায় ১২ এর ১২.৩.২ নং ক্রমিকের ই-গভর্মেন্ট অংশে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং আগ্রহী ব্যক্তিদের ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট ও এ-সম্পর্কিত সেবা প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮ এর ক্রমিক ২.৯.১-এ সকল অফিসে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালুকরণের কথা বলা হয়ছে। এছাড়াও 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' এর নির্বাহী কমিটির ১১তম সভার ১১.৮ নং সিদ্ধান্তে তথ্যের নিরাপদ আদান-প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ই-সেবায় ডিজিটাল স্বাক্ষর ইন্টিগ্রেশনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এসকল নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত সিসিএ কার্যালয় নিয়মিত সভা, সেমিনার ও নলেজ শেয়ারিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থায় ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহারের ক্ষেত্র নির্ধারণ ও অনলাইন সেবায় ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ইন্টিগ্রেশনে সহায়তা প্রদান করে থাকে। অনলাইন সেবায় ইলেক্ট্রনিক/ডিজিটাল স্বাক্ষর ইন্টিগ্রেশন কার্যক্রমের দপ্তরভিত্তিক তথ্য নিম্নরূপ:

বিভিন্ন ডিজিটাল সার্ভিসে ডিজিটাল স্বাক্ষর ইন্টিগ্রেশনের দপ্তরভিত্তিক তথ্য (জুন-২০২৩ পর্যন্ত)

ক্রমিক	দপ্তর/ সংস্থা	সার্ভিসসমূহের নাম	সর্বশেষ অবস্থা
১.	সিসিএ কার্যালয়	ডকুমেন্ট সাইনিং	ব্যবহার চলমান
২.	যৌথমূলধনী কোম্পানিসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয় (RJSC)	অভ্যন্তরীণ অফিস এপ্লিকেশন, QR code, অফিসের ওয়েব এপ্লিকেশন	ব্যবহার চলমান
৩.	খাদ্য মহাপরিদর্শকের দপ্তর	ডকুমেন্ট সাইনিং	ব্যবহার চলমান
৪.	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	জাতীয় ডাটা সেন্টারের ভিপিএন (VPN) সার্ভিস	ব্যবহার চলমান
৫.	Robi Axiata Limited	ক্রয় এবং কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, সাপ্লাই চেইন ডিপার্টম্যান্ট, কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	ব্যবহার চলমান
৬.	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	রেমিট্যান্স সলিউশন	ব্যবহার চলমান
৭.	পুবালী ব্যাংক লিমিটেড	অডিট সার্ভিস	ব্যবহার চলমান
৮.	ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড	ক্রয় এবং কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, সাপ্লাই চেইন ডিপার্টম্যান্ট, কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	ব্যবহার চলমান
৯.	বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)	ডকুমেন্ট সাইনিং	ব্যবহার চলমান
১০.	বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড	প্রশাসনিক কার্যক্রম	ব্যবহার চলমান
১১.	SELIES	SELISE Digital Platform	ব্যবহার চলমান
১২.	বাংলাদেশে ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড	প্রশাসনিক কার্যক্রম	ব্যবহার চলমান
১৩.	Central Depository Bangladesh Limited	SSL	ব্যবহার চলমান
১৪.	বাংলাদেশ পুলিশ	অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট	পাইলটিং
১৫.	এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই)	ই-নথি	পাইলটিং
১৬.	অর্থ বিভাগ	IBAS++ সিস্টেম	POC
১৭.	সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট	ই- জিপি (অনলাইন চুক্তি স্বাক্ষর)	POC
১৮.	প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের কার্যালয়	ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর, পরিদর্শক, এবং টেকনিশিয়ানদের লাইসেন্স ইস্যুকরণ ও নবায়ন এবং পাওয়ার সাব-স্টেশনসমূহের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রক্রিয়া।	POC

সিসিএ কার্যালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের মানবসম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য

সিসিএ কার্যালয় ২০২২-২৩ অর্থবছরে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। এসময় নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজনের পাশাপাশি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং দপ্তরের কর্মকর্তাদের ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করেছে। সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক ওয়েবিনার/কর্মশালার মাধ্যমে সারাদেশের কিশোরী শিক্ষার্থীদের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় সিসিএ কার্যালয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে সিসিএ কার্যালয়ের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

সরকারি কর্মকর্তাদের ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের তথ্য

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের তারিখ	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১.	৩১/০৭/২০২২	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)	১৪০
২.	১০/০৮/২০২২	বিসিএস প্রশাসন একাডেমি	১০১
৩.	২১/০৯/২০২২	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)	৪৩
৪.	১৫/১১/২০২২	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	৩৮
৫.	১৬/১১/২০২২	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	৮২
৬.	০৫/১২/২০২২	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	৬৭
৭.	২৯/০৩/২০২৩	বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড ও সিসিএ কার্যালয়	৪৫
মোট			**৫১৬**

আয়োজিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের তথ্য

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণ সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা
১.	"সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য VA, NPT & Ethical Hacking" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০২	৩১
২.	"সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য পিকেআই, ক্রিপ্টোগ্রাফি এবং আইটি সিকিউরিটি" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০২	২৬
৩.	"সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য "SIEM design, VA, NPT & Ethical Hacking" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০১	০৯
৪.	"ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন" বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	৪	৯০
৫.	"নৈমিত্তিক ছুটি ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার" ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০১	২৮
৬.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	০২	৪৩
৭.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০১	২৮
৮.	নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০১	২২
৯.	অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০১	২৩
১০.	"শুদ্ধাচার সংক্রান্ত" দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	০১	২০
১১.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ	০৩	৬২
সর্বমোট			**৩৮২**

আয়োজিত সেমিনার/কর্মশালা অংশগ্রহণকারীদের তথ্য

ক্রমিক	সেমিনার/ওয়ার্কশপের নাম	সেমিনার/কর্মশালার সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	সাইবার নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা শীর্ষক সেমিনার	১৪	১২,২১৫
২.	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা	০২	৫৭
৩.	তথ্য অধিকার আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা	০২	৫৭
৪.	"সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক কর্মশালা	০১	৩২
৫.	ডিজিটাল হাইজিন বিষয়ক সেমিনার	০১	১৪
৬.	"সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক সেমিনার	০১	১৮
৭.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে ই-সাইন বাস্তবায়ন শীর্ষক কর্মশালা	০১	৪৬
৮.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন বিষয়ক সেমিনার	০১	১৮
৯.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরে ই-সাইন রেজিস্ট্রেশন কর্মশালা	০১	৬০
১০.	"ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব ও সার্ট" বিষয়ক সেমিনার	০১	২২
১১.	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির ই-সাইন রেজিস্ট্রেশন কর্মশালা	০১	৩০
১২.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) খসড়া সংক্রান্ত কর্মশালা	০১	১৬
১৩.	বাংলাদেশে ই-গর্ভন্যান্স-আন্তর্জাতিক অবস্থান বিষয়ক সেমিনার	০১	১৮
১৪.	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে ই-সাইন রেজিস্ট্রেশন বিষয়ক কর্মশালা	০১	১০৭
১৫.	আইন ও বিধির আলোকে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক সেমিনার	০১	১৭
১৬.	"ডিপিপি প্রণয়ন ও পরীক্ষণ" বিষয়ক সেমিনার	০১	২০
সর্বমোট			**১২,৬৯০**

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের নাম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর	প্রশিক্ষণের সময়	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১.	Oracle Database 19c: Administration Workshop	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, সিসিএ কার্যালয় এবং সিসিএ কার্যালয়ের সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান প্রকল্প	০২/০৪/২০২৩ খ্রি. হতে ০৬/০৪/২০২৩ খ্রি.	০৫

২০২২-২৩ অর্থবছরে আইন/বিধি/পলিসি প্রণয়ন সংক্রান্ত তথ্য

সিসিএ কার্যালয় ২০২২-২৩ অর্থবছরে আইন, বিধি, পলিসি প্রণয়ন/সংশোধন বিষয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আইন, বিধি, পলিসি প্রণয়ন/সংশোধন বিষয়ে প্রধান কার্যক্রমসমূহ নিম্নোক্ত ছকে উপস্থাপন করা হলো:

বিষয়	আইন/বিধিমালা/নীতিমালার নাম
আইন	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (খসড়া)
বিধিমালা	ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৩ (খসড়া)
পলিসি/নির্দেশিকা/ অন্যান্য	বাংলাদেশ রুট সিএ সার্টিফিকেশন অনুশীলন বিবৃতি (ভার্সন ৩.১)
	সার্টিফাইং অথরিটি (সিএ) লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত গাইডলাইন, ২০২৩ (খসড়া)
	সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কর্মচারীগণের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারণ সংক্রান্ত গাইডলাইন, ২০২৩ (খসড়া)

সিসিএ কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য

সিসিএ কার্যালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ০৪ টি কৌশলগত উদ্দেশ্য (নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ আইটি অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, আইনি অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনাসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করেছে। এ সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

সিসিএ কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩

ক্রমিক	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১.	নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ আইটি অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করা	[১.১] রুট সিএ সিস্টেম আপগ্রেডেশন	তারিখ	৩০/০৪/২৩	২৯/০৪/২৩
		[১.২] ই-সাইন ডাটাবেজ উন্নয়ন	তারিখ	৩০/০৯/২২	২৯/০৯/২২
		[১.৩] SIEM Solution Application and Web Application |Firewall Installation	তারিখ	৩১/১২/২২	২৯/১২/২২
		[১.৪] সেন্ট্রাল রিপোজিটরি ফর ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট	তারিখ	৩১/০৩/২৩	৩০/০৩/২৩
		[১.৫] সফট্ওয়্যার টুলস ইনস্টলেশন ফর লগ এনালাইসিস	তারিখ	৩১/০৩/২৩	৩০/০৩/২৩
২.	দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন	[২.১] ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৫০০	৫১৬
		[২.২] ওয়ার্কশপ/সেমিনার/ওয়েবিনারের মাধ্যমে ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১২,০০০	১২,২১৫
		[২.৩] কর্মকর্তাদের জন্য পিকেআই, ক্রিপ্টোগ্রাফি এবং আইটি সিকিউরিটি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	সংখ্যা	২	২
		[২.৪] কর্মকর্তাদের জন্য SIEM ডিজাইন, VA, NPT. & Ethical Hacking সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	সংখ্যা	৩	৩
		[২.৫] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য সমসাময়িক বিষয়ের উপর লার্নিং সেশন	সংখ্যা	৪	৪
		[২.৬] সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা শীর্ষক সেমিনারের প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত রিসার্চ স্টাডি প্রণয়ন	সংখ্যা	১	১
৩.	আইনি কাঠামো উন্নয়ন	[৩.১] সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কর্মচারীগণের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারণ সংক্রান্ত খসড়া গাইডলাইন প্রণয়ন	তারিখ	৩১/০১/২৩	৩১/০১/২৩
		[৩.২] বাংলাদেশ Root CA Certificate Practice Statement (Version-4) এর খসড়া প্রণয়ন	তারিখ	১৫/১২/২২	১৫/১২/২২
		[৩.৩] CA লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত গাইডলাইনের খসড়া প্রণয়ন	তারিখ	৩১/০৩/২৩	৩০/০৩/২৩
৪.	ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা	[৪.১] লাইসেন্স প্রাপ্ত সিএ সমূহের অফিস ও স্থাপনা পরিদর্শন	সংখ্যা	৬	৬
		[৪.২] ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের ১২৩টি উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর ডিজিটাল স্বাক্ষর/ই-সাইন এর প্রচারণামূলক লিফলেট/স্টিকার বিতরণ	তারিখ	৩০/০৪/২৩	২৫/০৪/২৩
		[৪.৩] বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানী লিমিটেড (বিডিসিসিএল) এর প্রশাসনিক কাজে ডিজিটাল স্বাক্ষর/ ই-সাইন এর ব্যবহার চালু	তারিখ	৩০/০৫/২৩	২৮/০৫/২৩

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০২২-২৩ সালের কর্মপরিকল্পনা ও অর্জন

সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক ২০২২-২০২৩ সালের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ এর ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল ও সিসিএ কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের চাকরির বিধি-বিধান এবং শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন ও সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের কর্ম-পরিবেশ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের উত্তম চর্চার তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে। সাইবার নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা কর্মশালার ফিডব্যাক প্রদান করা হয়েছে। অনলাইন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার বিষয়ক লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স, তথ্য অধিকার সেবাবক্স, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সেবাবক্স হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়াও স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের ৫ম-১০ম গ্রেডের ০১ জন কর্মকর্তা এবং ১১-২০ গ্রেডের ০১ জন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারি প্রত্যেককে এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমান আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে।

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. নাজমা আক্তার

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত কর্মচারি জনাব মোঃ নুর আলম

২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা যথাসময়ে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং ক্রয়ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাসমূহ যথাসময়ে আয়োজন করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৪	৫টি
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	১০০%	১০০%
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৩	৩
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজিত	৩০ জন	২৫ জন
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/নথি বিনষ্টকরণ/ পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/ মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	৪ টি	৪টি
১.৬ আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক	ফিডব্যাক সভা/ কর্মশালা	-	-

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	অনুষ্ঠিত		
২.১ ২০২২-২৩ অর্থবছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েব সাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৩১.০৭.২২	০৬.৭.২২
২.২ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের)	ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তাবায়িত	১০০%	রাজস্ব-৮৭.৯৭% উন্নয়ন-১০০%
২.৩ বাজেট বাস্তবায়ন	বাজেট বাস্তবায়িত	১০০%	রাজস্ব-৮৯.৭৫% উন্নয়ন- ১০০%
২.৪ প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৪	৪টি
২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	-	-
৩.১ সরকরি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার	৩০.০৬.২৩	১৭.০৫.২৩
৩.২ মাই গভ প্লাটফর্ম ব্যবহার করে জনসাধারণকে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক পরামর্শ প্রদান	পরামর্শ প্রদানকৃত	১০০%	১০০%
৩.৩ CA Evaluation Tools এর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সিএ প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট প্রদান সংক্রান্ত রিপোর্ট গ্রহণ	রিপোর্ট গৃহীত	২০	২০টি
৩.৪ সিসিএ কার্যালয়ের অনলাইন ডকুমেন্টে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার	অনলাইন ডকুমেন্টে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার	৬০	৬০

পুরস্কার/সম্মাননা সংক্রান্ত তথ্য

২০২২-২৩ অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয় অর্জনসমূহ বিশেষ গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। এসবের মধ্যে সিসিএ কার্যালয় ২০২২-২৩ অর্থবছরের অর্জন নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

সিসিএ কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-তে প্রথম স্থান অর্জন

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার মধ্যে সিসিএ কার্যালয় প্রথম স্থান অধিকার করে। সিসিএ কার্যালয় বার্ষিক কর্মসম্পাদন পরিকল্পনায় মোট ৯৬.২ নম্বর অর্জন করে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ সিসিএ কার্যালয়কে এ স্বীকৃতি প্রদান করে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সিসিএ কার্যালয়ের অর্জন নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	সময়কাল (অর্থবছর)	দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে অবস্থান
১.	২০২০-২১	চতুর্থ
২.	২০২১-২২	প্রথম
৩.	২০২২-২৩	প্রথম

সিসিএ কার্যালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের উদ্ভাবনী কার্যক্রম

সিসিএ কার্যালয়ের "ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩" এর কর্মসম্পাদন সূচক ১.১.১ এর আলোকে "ডিজিটাল সিগনেচার ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন টুল" সেবা ডিজিটাইজেশন হিসেবে চালু করা হয়। এই সেবাটি চালুর ফলে ৮ (আট)টি সিএ প্রতিষ্ঠানসহ সকল সিটিজেন ডিজিটাল সিগনেচার/ই-সাইন এর বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য জানতে পারবে। এই টুলসের মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যসমূহ সকলের জন্য উন্মুক্ত হওয়ায় যেকোন নাগরিক বা প্রতিষ্ঠান খুব সহজেই লাইসেন্স প্রাপ্ত সিএসমূহের ডিজিটাল সিগনেচার/ই-সাইন বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারবে। ফলে একজন নাগরিক তার পছন্দমত সিএ প্রতিষ্ঠান হতে ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট এবং ই-সাইন সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে পারবে। এ সংক্রান্ত সেবাটির লিংক: https://digitalsignature.cca.gov.bd/

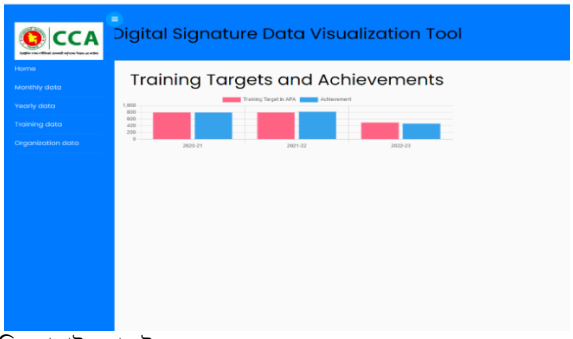

ডিজিটাল সিগনেচার ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন টুল

২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)

সিসিএ কার্যালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের রাজস্ব (অনুন্নয়ন) খাতে বরাদ্দ ১৬৪৮.০৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১৪৬৮.০৯৮ লক্ষ টাকা। এছাড়া উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ ২১০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২০৯৮.০৩৬ লক্ষ টাকা।

লক্ষ টাকায়

বিবরণ	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়ের হার
অনুন্নয়ন (রাজস্ব)	১৬৪৮.০৮	১৪৬৮.০৯৮	৮৯.০৭%
উন্নয়ন (প্রকল্প)	২১০০.০০	২০৯৮.০৩৬	৯৯.৯৯%

সিসিএ কার্যালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্য

(ক) চলমান/সমাপ্ত প্রকল্প

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়ের সিসিএ কার্যালয়ে সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম তারিখে ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত হয়েছে।

(খ) প্রস্তাবিত প্রকল্প/কর্মসূচি

সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক নিম্নোক্ত প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়েছে:

- সিসিএ কার্যালয়ের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ১০ টি ধারণার উপর সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক প্রকল্প;
- দেশব্যাপী সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে/সেক্টরে ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রসার ও প্রচারণা শীর্ষক প্রকল্প।

“সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান” শীর্ষক প্রকল্প

(১) প্রকল্প পরিচিতি

পরিকল্পনা কমিশন এর আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের ২৩ মে, ২০১৯ তারিখের ২০.০২.০০০০.০২৩.১৪.০১৭.২০১৮১১৩ নং পত্রের মাধ্যমে সিসিএ কার্যালয়ে “সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান” শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্প অনুমোদিত হয়। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটির সাধারণ তথ্যাবলী নিম্নরূপ:

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী		
নাম	“সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান” শীর্ষক প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৯ - ৩০ জুন ২০২৩ (১ম সংশোধিত)	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
	জিওবি	৫৬৭৫.৯২ (১ম সংশোধিত)
	বৈদেশিক সাহায্য	-
	মোট	৫৬৭৫.৯২

(২) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

(ক) সার্টিফাইং অথরিটিসমূহকে সম্পৃক্ত করে সাইবার ইনসিডেন্ট সংক্রান্ত তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
(খ) উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন সাইবার টেকনিক্যাল টিমের সক্ষমতা তৈরিকরণ;
(গ) সম্ভাব্য সাইবার আক্রমণ থামানো এবং ঝুঁকি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা;
(ঘ) সার্টিফাইং অথরিটির আওতাধীন সিস্টেমসমূহ ও জনগণকে সম্ভাব্য সাইবার আক্রমণ বিষয়ে সচেতন করা;
(ঙ) সিসিএ কার্যালয়ের পিকেআই অবকাঠামোকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাধার এর অবকাঠামো তৈরি;
(চ) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের বাস্তব প্রয়োগের নিমিত্ত ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর উন্নয়ন সংক্রান্ত R&D ল্যাব স্থাপন;
(ছ) প্রযুক্তিগত ধারণার সমন্বয় ও সংযোগ স্থাপন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পিকেআই ফোরামের সদস্য প্রাপ্তির জন্য আন্তর্জাতিক ব্রাউজার ফোরামের স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে ওয়েবট্রাস্ট সীল ও স্বীকৃতি অর্জন।

(৩) প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- প্রকল্প কার্যালয়ে জনবল নিয়োগ, আসবাবপত্র ক্রয় এবং যানবাহন ক্রয়;
- হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ক্রয়, স্থাপন এবং সিস্টেম চালু;
- ওয়েবট্রাস্ট অডিট ও রুট সিএ কনফিগারেশন এর জন্য পরামর্শক নিয়োগ;
- ই-সাইন ডাটাবেজ উন্নয়ন এবং কেন্দ্রীয় সংরক্ষাণাগার (Central Repository) স্থাপন;
- সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার (SOC) স্থাপন;
- জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন;
- সাইবার ঝুঁকি প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরির এবং কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জন্য স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজন।

(৪) প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও-এ ডিজিটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে “স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডিজিটাল স্বাক্ষর: বাস্তবতা ও সম্ভাবনা” শীর্ষক ১টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সেমিনারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। “সিসিএ কার্যালয়ে সিএ মনিটরিং

সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব এএসএম শফিউল আলম তালুকদার সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

- প্রকল্পের আওতায় ০৮ জুন ২০২৩ তারিখে পিকেআই কন্টেস্ট আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রফেশনাল ক্যাটাগরিতে ০২ টি এবং শিক্ষার্থী ক্যাটাগরিতে ০৪ টিসহ সর্বমোট ০৬ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।
- "সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়ে PKI R&D Tool Development and Support Lab স্থাপন করা হয়েছে।
- মালয়েশিয়াতে ই-সাইন ডাটাবেজ উন্নয়ন কার্যক্রমে Oracle Database বিষয়ে ০৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করা হয়েছে।

সিসিএ কার্যালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরে আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্ট

উইমেন অ্যান্ড ই-কমার্স সামিট (উই সামিট) ২০২২

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৪-১৫ অক্টোবর ২০২২ তারিখে উইমেন অ্যান্ড ই-কমার্স এন্ট্রেপ্রেনিউরশিপ সামিট (উই সামিট) আয়োজন করেছে। উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক। এছাড়াও সামিটের EBL WE Co-Brand Mastercard Launching Ceremony অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান। সামিটে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এনএম জিয়াউল আলম পিএএ, ই-কমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব শমী কায়সার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উক্ত সামিটে আলোচক হিসেবে অংশ নেন।

উই সামিট ২০২২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং Mastercard Launching Ceremony এর স্থিরচিত্র

উইমেন অ্যান্ড ই-কমার্স (উই) সম্মেলনে নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় সহায়তা এবং ক্ষমতায়নের জন্য ফেসবুক কমার্স, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, নারীদের সাইবার নিরাপত্তা, কুরিয়ার ও লজিস্টিক সেবা এবং স্টার্ট-আপ সাপোর্ট বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেশনের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সম্মিলিত আলোচনা, উই উদ্যোক্তার গল্পকথা, জেলা ও থানা পর্যায়ের প্রতিনিধি এসেম্বলী, জয়ী এ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান, ফ্যাশন শো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়। শিল্প, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক, ব্যবসা, বিজ্ঞানসহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন এরূপ সফল নারী উদ্যোক্তাদের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ২০ জন নারীকে ০২ টি ক্যাটাগরিতে "জয়ী" এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি রুবানা হক, স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যা বিশেষজ্ঞ সায়েবা আক্তার, এসবিকে টেক ভেঞ্চারসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সোনিয়া বশির কবির, নেত্রকোনার জেলা প্রশাসক অঞ্জনা খান মজলিশ, ওরাকল বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার রুবাবা দৌলা, ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শমী কায়সার, অণুজীব বিজ্ঞানী সেঁজুতি সাহা, অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন, মেহজাবীন চৌধুরী ও বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক এম এস সাবিনা খাতুন-কে "জয়ী" এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এছাড়া উদ্যোক্তা হিসেবে দ্যুতি ছড়িয়েছেন এমন ১০ নারীকেও এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। "জয়ী" এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত নারী উদ্যোক্তারা হলেন ইফাত সোলাইমান, মাহবুবা আক্তার জাহান, মুক্তা আক্তার, জ্যোৎস্না আখতার, সুরাইয়া মোরশেদ, সোহাইব রুমি, সুলতানা পারভিন, তাহিয়া সুলতানা, তাশফিয়া ত্রিনয় ও রাজিয়া সুলতানা।

উই সামিট ২০২২ এর জয়ী এওয়ার্ড অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। ইলেক্ট্রনিক কমার্স প্লাটফর্ম সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাগণ নিরাপদে অনলাইন কার্যক্রম সম্পন্ন করার নিরিখে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এই কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থেকে উই কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা প্রদান করছে। এই সম্মেলনে সম্পৃক্ত হবার মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, ডিজিটাল বিভাজন হ্রাসকরণ, আইসিটি সেবাসমূহের বাণিজ্যিকীকরণ এবং জনগণের দোরগোড়ায় আইসিটি সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসার বিকাশে সহায়তার পাশাপাশি দেশীয় পণ্যকে বিশ্বের দরবারে পরিচিতি করতে এই অনলাইন প্লাটফর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর ও ডিজিটাল সনদ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সরকার আইসিটি সেক্টরে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার মধ্যে দেশে পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার (PKI) স্থাপন ও ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তন অন্যতম। এরই ধারাবাহিকতায় দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির ফলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আইনগত বৈধতা ও নিরাপত্তা প্রদান করা সমীচীন ও প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সরকার ২০১১ সালের এপ্রিল মাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর আওতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় গঠন করে। এ সংস্থার প্রধান হলেন একজন নিয়ন্ত্রক যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। সংস্থার প্রধান হিসাবে নিয়ন্ত্রক ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) এর কার্যাবলী তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সিএ ও গ্রাহকের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৮ অনুযায়ী সকল সরকারি অফিসে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ও ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড ব্যবহারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। সাক্ষ্য (সংশোধন) আইন, ২০২২ এর মাধ্যমে ডিজিটাল স্বাক্ষরের সাক্ষ্যগত মূল্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

ডিজিটাল স্বাক্ষর

ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে ব্যক্তির পরিচিতি ও তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারায় সাইবার আক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস ও জালিয়াতি প্রতিরোধ করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এর ফলে তথ্য বিকৃতিসহ বড় ধরনের সাইবার অপরাধের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে অপূরণীয় ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে। ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে লেনদেন তথা তথ্য আদান-প্রদানে সফট্ওয়্যার বা অন্যান্য ক্ষেত্রে জালিয়াতি রোধ করতে তথ্য প্রদানকারী/আবেদনকারী সবার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি নিশ্চিত হওয়া, একজনের সনাক্তকরণ চিহ্ন যাতে অন্যজন ব্যবহার করতে না পারে এবং তথ্য/পরিচিতি যাতে বেহাত না হয় তার নিশ্চয়তা বিধানের সার্বজনীন গ্রহণযোগ্য সমাধান হলো ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর। ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের বিশ্বব্যপী পরীক্ষিত ও স্বীকৃত প্রযুক্তি হল ডিজিটাল স্বাক্ষর। ইহা ডিজিটাল বার্তা বা দলিলের সত্যতা যাচাই এর একটি পদ্ধতি। একটি বৈধ ডিজিটাল স্বাক্ষর সম্বলিত বার্তা বা দলিল দেখে প্রাপক বুঝতে পারবেন যে, বার্তাটি যিনি পাঠিয়েছেন সেটি পাঠানোর তার একক কর্তৃত্ব রয়েছে (Authentication), বার্তাটি পাঠানোর পর প্রেরক অস্বীকার করতে পারবে না (Non-rapudation), বার্তাটি পথিমধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন হয়নি (Integrity) এবং বার্তাটির গোপনীয়তা নিশ্চিত হয়েছে (Confidentiatity)। অর্থাৎ ইলেক্ট্রনিক/ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে তথ্যের অবিকৃত আদান-প্রদান, তথ্য প্রদানকারী ও গ্রহণকারীর পরিচিতি প্রতিপাদন এর পাশাপাশি তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

ডিজিটাল স্বাক্ষরের সংজ্ঞা ও এর আইনগত ভিত্তি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ অনুযায়ী "ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর" অর্থ ইলেক্ট্রনিক আকারে কোন উপাত্ত, যাহা-

ক) অন্য কোন ইলেক্ট্রনিক উপাত্তের সঙ্গে সরাসরি বা যৌক্তিকভাবে সংযুক্ত; এবং

খ) কোন ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের প্রমাণীকরণ নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পূরণক্রমে সম্পন্ন হয়-

(অ) যাহা স্বাক্ষরদাতার সহিত অনন্যরুপে সংযুক্ত হয়;

(আ) যাহা স্বাক্ষরদাতাকে সনাক্তকরণে সক্ষম হয়;

(ই) স্বাক্ষরদাতার নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে এমন নিরাপদ পন্থায় যাহার সৃষ্টি হয়; এবং

(ঈ) সংযুক্ত উপাত্তের সহিত এটি এমনভাবে সম্পর্কিত যে পরবর্তীতে উক্ত উপাত্তের কোন পরিবর্তন সনাক্তকরণে সক্ষম হয়।

একই আইনে যে সকল ক্ষেত্রে হস্তলিখিত স্বাক্ষর ব্যবহারের বিধান রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের বিষয়কেও সম বৈধতা দেয়া হয়েছে। যেমন-

- ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড সত্যায়ন (ধারা-৫)
- ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডের আইনানুগ স্বীকৃতি (ধারা-৬)
- ইরেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের আইনানুগ স্বীকৃতি (ধারা-৭)

তথ্য প্রযুক্তি (সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ২(ঘ) অনুসারে ডিজিটাল স্বাক্ষরকে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

ডিজিটাল সনদ বা ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট

ডিজিটাল সনদ বা ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট হলো তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে দাতা কিংবা গ্রহীতা অথবা উভয় প্রান্তে ব্যবহৃত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের একটি ইলেক্ট্রনিক প্রত্যয়ন ব্যবস্থা। একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন অনলাইনে এমন কোনো পরিষেবা গ্রহণ করে যেটি ডিজিটাল সার্টিফিকেট প্রদর্শন করে, তখন সে এই মর্মে আশ্বস্ত হয় যে, সেবাগ্রহণের কোনো পর্যায়ে সেবাদাতা সংস্থার কোনো ত্রুটির জন্য তার কোনো তথ্য পাচার হয়ে যাবে না। বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক বা প্রতিষ্ঠান তার পরিচয় নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তথ্য ও ডকুমেন্টের নিরাপত্তার জন্য এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে পারে।

ডিজিটাল স্বাক্ষর সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও গাইডলাইন

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬
- সাক্ষ্য (সংশোধন) আইন, ২০২২
- তথ্য প্রযুক্তি (সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১০
- বাংলাদেশ রুট সিএ সার্টিফিকেট অনুশীলন বিবৃতি, ২০২০ (cps V 3.0)
- বাংলাদেশ রুট সিএ সার্টিফিকেট পলিসি, ২০২০ (cp V 1.0)
- টাইম স্ট্যাম্পিং সার্ভিসেস্ গাইডলাইন ফর সার্টিফাইং অথরিটিজ, ২০২০
- ডিজিটাল স্বাক্ষর ইন্টরোপার‍্যাবিলিটি নির্দেশিকা, ২০২১
- পিকেআই অডিটিং গাইডলাইন, ২০২১
- ই-সাইন সার্ভিস গাইডলাইন ফর সার্টিফাইং অথরিটিজ, ২০২০

ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের সুবিধা

- ডিজিটাল স্বাক্ষর একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি;
- ডিজিটাল স্বাক্ষরের মাধ্যমে তথ্যের গোপনীয়তা (confidentiality), স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি (authentication) ও তথ্যের অবিকৃতি (data integrity) নিশ্চিত করা যায়;
- ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে বার্তা প্রেরণ করলে প্রেরক পরবর্তীতে সেটি অস্বীকার (non-repudiation) করতে পারে না;
- ডিজিটাল স্বাক্ষর যাচাই করার সুযোগ রয়েছে;
- অনলাইনে তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে কোনো তথ্যের বিকৃতি ও জালিয়াতি রোধ করা যায়;
- ডিজিটাল স্বাক্ষরের আইনগত বৈধতা নিশ্চিত করা হয়েছে;
- আইনে ডিজিটাল স্বাক্ষরের সাক্ষ্যগত মূল্য (Evidenciary Value) নিশ্চিত করা হয়েছে;
- আইনে ডিজিটাল স্বাক্ষরকে হাতে লেখা স্বাক্ষরের সমান বৈধতা দেওয়া হয়েছে;
- ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের মাধ্যমে অনলাইনে তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি নিশ্চিত করা যায় বিধায় তা যেকোনো সাইবার অপরাধের শনাক্তকরণ ও তদন্তে কার্যকর ভূমিকা রাখে;
- ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে TCV (Time, Cost, Visit) যৌক্তিকভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব;
- পেপারলেস অফিস বাস্তবায়নে ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য;
- ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যাপক প্রচলন সবুজ অর্থনীতি (গ্রীন ইকোনমি) নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখে।

সিকিউর সকেট লেয়ার (SSL) সার্টিফিকেট

সিকিউর সকেট লেয়ার (SSL) সার্টিফিকেট হলো ডিজিটাল স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আদর্শ নিরাপদ প্রযুক্তি, যা ওয়েব সার্ভার এবং ব্রাউজারের মধ্যে নিরাপদ এনক্রিপ্টেড সংযোগ স্থাপন করে। সাধারণত ওয়েব ব্রাউজার, সোশ্যাল মিডিয়া সাইট, ক্রেডিট কার্ড ট্রানজাকশন, ডাটা ট্রান্সফার এবং লগইন এর নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য এসএসএল সার্টিফিকেট ব্যবহৃত হয়।

ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনে গৃহীত পদক্ষেপ

- **রুট সিএ PKI স্থাপন:** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর আওতায় গঠিত ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় রুট সিএ, বাংলাদেশ হিসেবে কাজ করে। সিসিএ কার্যালয়ে রুট সিএ এর পিকেআই স্থাপন করা হয়েছে। ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ব্যবস্থাপনা, অনুমোদন ও সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, জনবল ইত্যাদির সমন্বিত সেটকে PKI (Public Key Infrastructure) বলা হয়। সর্বপ্রথম এপ্রিল, ২০১২ সালে সিসিএ'র রুট কী জেনারেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। সিসিএ কার্যালয়ের রুট সিএ এর Hierarchical PKI মডেল নিম্নরূপ:

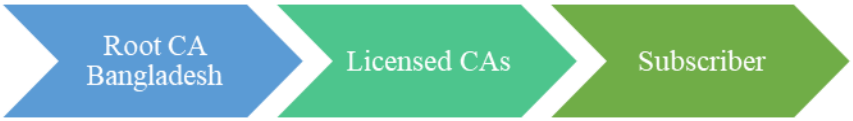

- **সিএ লাইসেন্স প্রদান:** ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের নিমিত্ত সিসিএ কর্তৃক ০৮ (আট)টি প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফাইং অথরিটি (সিএ) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।
- **সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ:** ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার ও ক্ষেত্র সম্প্রসারণের জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় এ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে।

ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রাপ্তি ও ব্যবহার

সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) গ্রাহক পর্যায়ে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ইস্যু করে। ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সফট টোকেন, হার্ড/ক্রিপ্টো টোকেন এবং ব্যবহার বান্ধব ই-সাইন পদ্ধতিতে গ্রহণ করা যায়।

ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংগ্রহের পদ্ধতি

হার্ড টোকেন এবং সফট টোকেনের মাধ্যমে অথবা ফাইল হিসাবে ডিজিটাল স্বাক্ষর সংগ্রহের পূর্বে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে-

- প্রথমে ডিজিটাল স্বাক্ষর সাটিফিকেট সংগ্রহ করার জন্য বৈধ সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
- এজন্য অনলাইন/অফলাইনে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে সেটি সিএ'র নিকট জমা দিন। এরপর "কী-পেয়ার" (Key-Pair) তৈরি করার সময় একটি পাসওয়ার্ড/পাস-ফ্রেজ (Pass-Phrase) দিতে হবে যা একান্ত ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়। সুতরাং তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করুন।
- সিএ "কী" জেনারেট করার পর আপনাকে সার্টিফিকেটসহ সেটি হস্তান্তর করবে। আপনি ডাউনলোড করে সেটি ফাইল হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন অথবা ক্রিপ্টো টোকেনের মধ্যেও সেটি গ্রহণ করতে পারেন। ফাইল হিসাবে গ্রহণের ক্ষেত্রে <Name>. p12 অথবা <Name>. pfx (ব্যবহারকারীর প্রাইভেট কীসহ সার্টিফিকেট) শীর্ষক একটি ফাইল পাবেন।

ব্যবহারবান্ধব ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর (ই-সাইন)

দেশে ডংগল ভিত্তিক ডিজিটাল স্বাক্ষরের পাশাপাশি ব্যবহারবান্ধব ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রযুক্তি (ই-সাইন) চালু করার নিমিত্ত সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক ২০ অক্টোবর ২০২০ সালে "ই-সাইন গাইডলাইন ফর সার্টিফাইং অথোরিটিজ ২০২০" প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২১ সালে ডঙ্গলভিত্তিক ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের পাশাপাশি ব্যবহার বান্ধব ডঙ্গলবিহীন ই-সাইন চালু করা হয়। বর্তমানে দেশে দুই ধরনের ই-সাইন সার্ভিস চালু করা হয়েছে:

(ক) বেসিক ই-সাইন: স্বল্প মেয়াদী (একবার ব্যবহারযোগ্য);

(খ) অ্যাডভান্স ই-সাইন: দীর্ঘ মেয়াদী (১-২ বছর) ।

বেসিক ই-সাইনের ক্ষেত্রে NID Verification এর মাধ্যমে গ্রাহকের e-KYC রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হয়। এক্ষেত্রে ইস্যুকৃত ই-সাইনের মেয়াদ হয় সর্বোচ্চ ৩০ মিনিট। এডভান্স ই-সাইনের ক্ষেত্রে Biometric Verification এর মাধ্যমে গ্রাহকের e-KYC রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হয়। এক্ষেত্রে ইস্যুকৃত ই-সাইনের মেয়াদ হয় ১-২ বছর। যেকোন ডকুমেন্টে ই-সাইন পদ্ধতিতে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রয়োগের পূর্বে Two factor authentication এর মাধ্যমে স্বাক্ষরকারীর পরিচিতি নিশ্চিত করা হয়। এ পদ্ধতিতে ডকুমেন্ট সাইন করার ক্ষেত্রে কোনো হার্ড/ক্রিপ্টো টোকেন ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।

ই-সাইন ব্যবহারের সুবিধা:

- অনলাইনে ই-সাইন ব্যবহার করা সহজ।
- ই-সেবা প্রদানকারীর অ্যাপ্লিকেশনে ইন্টিগ্রেশন সহজ।
- ক্রিপ্টোগ্রাফিক কী পেয়ারটি ই-সাইন সার্ভিস প্রোভাইডার (ইএসপি) সার্ভারে নিরাপদে তৈরি এবং সংরক্ষন করা হয়।
- ব্যবহারকারীর ওটিপি/কিউআর/পিন/বায়োমেট্রিকের মাধ্যমে প্রমাণীকরণ ও সম্মতি দেওয়ার পরে রিমোটলি স্বাক্ষর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।
- হার্ড টোকেন (ডংগল) ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।

বাংলাদেশের লাইসেন্সপ্রাপ্ত সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ)

সারাদেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এবং তথ্যপ্রযুক্তি (সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১০ এর বিধানাবলী অনুসরণ করে ইলেক্ট্রনিক সাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় কর্তৃক সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে ২০১২ সালে দোহাটেক নিউ মিডিয়া, ম্যাংগো টেলিসার্ভিসেস লিমিটেড, ডাটাএডজ লিমিটেড, বাংলাফোন লিমিটেড এবং কম্পিউটার সার্ভিসেস লিমিটেড নামক ০৫ (পাঁচ) টি প্রতিষ্ঠানকে প্রথমবারের মতো সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে দেশের প্রথম সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে ২০১৪ সালে এবং দেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংককে ২০২২ সালে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২৩ সালে রিলিফ ভ্যালিডেশন লিমিটেডকে দেশের অষ্টম সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এসব সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংক্ষেপে 'সিএ' নামে পরিচিত।

ক্রমিক	সিএ প্রতিষ্ঠানের নাম	ওয়েবসাইট
১.	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল সার্টিফাইং অথরিটি	www.bcc-ca.gov.bd
২.	বাংলাদেশ ব্যাংক সার্টিফাইং অথরিটি	www.ca.bb.org.bd
৩.	দোহাটেক নিউ মিডিয়া সার্টিফাইং অথরিটি	www.dohatec-ca.com.bd
৪.	ম্যাংগো টেলিসার্ভিসেস লিমিটেড সার্টিফাইং অথরিটি	www.mangoca.com.bd
৫.	ডাটাএজ লিমিটেড সার্টিফাইং অথরিটি	www.dataedgeid.com
৬.	বাংলাফোন লিমিটেড সার্টিফাইং অথরিটি	www.digitalsignature.com.bd
৭.	কম্পিউটার সার্ভিসেস লিমিটেড সার্টিফাইং অথরিটি	www.ca.computerservicesltd.com

ক্রমিক	সিএ প্রতিষ্ঠানের নাম	ওয়েবসাইট
৮.	রিলিফ ভ্যালিডেশন লিমিটেড সার্টিফাইং অথরিটি	www.reliefvalidation.com.bd

বিভিন্ন আইনি ও কারিগরী প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করে সিসিএ কার্যালয় এসব প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করেছে। প্রতিবছর সিসিএ কার্যালয়ের প্যানেল অডিটর দ্বারা সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও গাইডলাইন অনুসরণ করে সিএ কার্যক্রমের ভৌত ও কারিগরী অবকাঠামো নিরীক্ষা করা হয়। এসব সিএ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদান ও এ সংক্রান্ত সেবা প্রদান করছে।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ(সিএ)

ওয়েবট্রাস্ট সীল, সিএ ব্রাউজার ফোরাম এবং সিসিএ কার্যালয়

ওয়েবট্রাস্ট সীল

ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানে বিশ্বস্ততার একটি প্রতীক হলো ওয়েবট্রাস্ট সীল। ওয়েবট্রাস্ট সীলযুক্ত পিকেআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনলাইন সার্ভিস, ই-কমার্সসহ অনলাইনে তথ্য আদান-প্রদানের নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর আস্থা অর্জন করা যায়। ওয়েবট্রাস্টের নীতিমালা ও স্ট্যান্ডার্ডের শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে সিপিএ (চার্টার্ড প্রোফেশনাল একাউন্ট্যান্টস্), কানাডা সার্টিফিকেশন অথরিটির ভৌত/কারিগরি অবকাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট পলিসি/স্ট্যান্ডার্ড নিরীক্ষার পর ওয়েবট্রাস্ট সীল প্রদান করে থাকে।

বাংলাদেশ রুট সিএ হিসেবে সিসিএ কার্যালয়ের ওয়েবট্রাস্ট সীল অর্জন

সিসিএ কার্যালয় ২০২০ সালে ওয়েবট্রাস্ট সীল অর্জনের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এসময় বাংলাদেশ রুট সিএ হিসেবে সিসিএ কার্যালয় নিম্নোক্ত বিষয়ে ছয়টি ওয়েবট্রাস্ট সীল অর্জন করে:

১) BR-SSL (Baseline Requirement Secure Socket Layer);
২) Webtrust seal for CA (Certification Authorities);
৩) EV-SSL (Extended Validation Secure Socket Layer);
৪) CS (Code signing);
৫) EV-CS (Extended Validation Code Signing).

ছবি: বিভিন্ন ধরণের ওয়েবট্রাস্ট সীল

সিএ ব্রাউজার ফোরাম কর্তৃক পরিচালিত ওয়েবট্রাস্ট অডিট সম্পন্ন করার পর চার্টার্ড প্রফেশনাল একাউন্ট্যান্ট (সিপিএ) কানাডা সিসিএ কার্যালয়কে এই স্বীকৃতি প্রদান করে।

ওয়েবট্রাস্ট সীলের গুরুত্ব

অনলাইন কার্যক্রমের নিরাপত্তা বিধানে ওয়েবট্রাস্ট সীল হলো বিশ্ব স্বীকৃত একটি নিরাপদ সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা। ডিজিটাল স্বাক্ষরের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে ওয়েবট্রাস্ট সীল অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওয়েবট্রাস্ট সীলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(ক) আর্থিক সুবিধা: ওয়েবট্রাস্ট এর মূলনীতি এবং স্ট্যান্ডার্ড সিএ ব্রাউজার ফোরামের নীতি ও গাইডলাইনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে বিধায় ওয়েবট্রাস্ট সীল অর্জনের ফলে সিসিএ কার্যালয়সহ বাংলাদেশের সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) কর্তৃক ইস্যুকৃত ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট, এসএসএল ও কোড সাইনিং সার্টিফিকেটসমূহ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করবে। বিদেশি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট, এসএসএল সার্টিফিকেট এবং কোড সাইনিং সার্টিফিকেট এর ব্যবহারের পরিবর্তে দেশীয় সিএ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট এর ব্যবহার বাড়বে। এর ফলে দেশের বিপুল পরিমান অর্থ সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

(খ) ব্যবহারকারীর আস্থা অর্জন: তথ্য ব্যবহারকারী যে কোনো ওয়েবসাইট ভিজিট করলে তার ব্যবহৃত ব্রাউজার ওয়েব সার্ভারের ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট পরীক্ষা করে দেখে এবং এতে ওয়েবট্রাস্ট সীল না পাওয়া গেলে ব্রাউজার ব্যবহারকারীকে একটি সর্তকবার্তা প্রদান করে। পিকেআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করলেও স্বত্ত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে ব্যবহৃত ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট (এসএসএল সার্টিফিকেট) এর তথ্য সিএ ব্রাউজার ফোরামের সার্ভারে সংযুক্ত না থাকায় ব্রাউজারে সতর্ক বার্তা আসে। এতে ওয়েবসাইট ব্যবহারকারী বিভ্রান্ত হয় এবং ওয়েবসাইটে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান-প্রদানে বিরত থাকে। ফলে ব্যবহারকারীর আস্থা অর্জনে ওয়েবট্রাস্ট সীলযুক্ত পিকেআই প্রযুক্তি ব্যবহার করা প্রয়োজন।

(গ) হ্যাকিং ও প্রতারণা প্রতিরোধ: কোনো ওয়েবসাইটে ওয়েবট্রাস্ট সীল না থাকলে হ্যাকাররা খুব সহজেই যেকোনো আসল ওয়েবসাইট এর মতো হুবহু নকল ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারে। ফলে আসল ওয়েবসাইট ও নকল ওয়েবসাইটের মধ্যে পার্থক্য করা দুরূহ হয়ে পড়ে বিধায় বিষয়টি ব্যবহারকারীকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। মূল ওয়েবসাইট মনে করে অসচেতন ব্যবহারকারীরা তাদের ব্যক্তিগত ও অত্যন্ত গোপনীয় তথ্য প্রদান করলে তা হ্যাকারের কাছে চলে যায়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। ফলে ব্যবহারকারীর নিরাপত্তার স্বার্থে ওয়েবট্রাস্ট সীলযুক্ত পিকেআই প্রযুক্তি ওয়েব-এ ব্যবহার করা জরুরি।

(ঘ) যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণের নিশ্চয়তা: ওয়েবট্রাস্ট প্রোগ্রাম সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষসমূহের পাবলিক-কী-ইনফ্রাস্ট্রাকচার (পিকেআই) এবং ক্রিপ্টোগ্রাফি সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

(ঙ) গোপনীয়তা, প্রমানীকরণ, অখন্ডতা এবং নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরকণ: ওয়েবট্রাস্ট সীল ব্যবহারের ফলে অনলাইন কার্যক্রম এবং ই-কমার্স লেনদেনের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা (confidentiality), প্রমাণীকরণ (authentication), অখন্ডতা (integrity) এবং নিরপেক্ষতা (non-repudiation) নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

(চ) সিএ কার্যক্রমে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার প্রয়োগ বাস্তবায়ন: ক্রিপ্টোগ্রাফির ব্যবহার, ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের ব্যবস্থাপনা এবং সিএসমূহের নীতিমালা ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন জাতীয়, আন্তর্জাতিক এবং প্রোপ্রাইটরি মানদন্ড এবং গাইডলাইন থাকলেও তার কোনো সুনির্দিষ্ট ও অভিন্ন প্রয়োগ নেই। এক্ষেত্রে ওয়েবট্রাস্ট প্রোগ্রাম সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পিকেআই সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক নীতিমালার প্রয়োগ এবং বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

সিএ ব্রাউজার ফোরাম (CA Browser Forum)

সিএ ব্রাউজার ফোরাম হলো সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, ইন্টারনেট ব্রাউজার, অপারেটিং সিস্টেম এবং অন্যান্য পিকেআই অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এ সংস্থাটি X.509 ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ইস্যু ও ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন পলিসি/গাইডলাইন প্রণয়ন করে থাকে। এসব পলিসি/গাইডলাইন এসএসএল/টিএলএস প্রোটোকল, কোড সাইনিং এবং সার্টিফিকেশন অথরিটির নেটওয়ার্ক সিকিউরিটিতে ট্রাস্ট চেইন তৈরি করে। ওয়েবট্রাস্ট এর মূলনীতি এবং স্ট্যান্ডার্ড CA Browser Forum এর নীতি ও স্ট্যান্ডার্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। সিএ ব্রাউজার ফোরাম কর্তৃক পরিচালিত ওয়েবট্রাস্ট অডিট সম্পন্ন করার পর চার্টার্ড প্রফেশনাল একাউন্ট্যান্ট (সিপিএ), কানাডা ওয়েবট্রাস্ট অডিট সম্পন্ন করে থাকে।

উপসংহার: বাংলাদেশের রুট সিএ সার্টিফিকেট বিভিন্ন ব্রাউজারসমূহের (গুগল ক্রোম, মজিলা ফায়ারফক্স, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, অপেরা ইত্যাদি) এবং অপারেটিং সিস্টেমের (মাইক্রোসফট, আইওএস, অ্যান্ড্রয়েড ইত্যাদি) ডিরেক্টরিতে সংরক্ষণ করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য সিসিএ কার্যালয়ের ওয়েবট্রাস্ট সীল অর্জন আবশ্যক। নির্ধারিত শর্ত পূরণ স্বাপেক্ষে ওয়েবট্রাস্ট সীল অর্জনের মাধ্যমে সিসিএ কার্যালয় সিএ ব্রাউজার ফোরামের সদস্যপদ প্রাপ্ত হলে দেশীয় বৈধ সার্টিফিকেশন অথোরিটির ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বস্ত (trusted) এবং গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত রোডম্যাপ

সিসিএ কার্যালয়ের সকল কার্যক্রম পর্যালোচনান্তে এ প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে তা সমাধানের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের আওতায় একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। রোডম্যাপটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত রোডম্যাপ

ক্রমিক নং	সময়	কার্যক্রম	প্রত্যাশিত ফল
১.	স্বল্প মেয়াদী (৬-১২ মাস)	▪ সিসিএ কার্যালয়ের প্রয়োজনের নিরিখে বিসিসি ভবনে পরিমিত স্থান বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ; ▪ সিসিএ কার্যালয়ের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী শূণ্য পদসমূহে অবিলম্বে জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ; ▪ সিসিএ কার্যালয়ের স্থায়ী জনবলকে পিকেআই এবং সাইবার সিকিউরিটি সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদান; ▪ পিকেআই অথেন্টিকেশন, ডিজিটাল স্বাক্ষর, কোড সাইনিং প্রভৃতি বিষয়ের ওপর টিউটরিয়াল উন্নয়ন;	▪ সিসিএ কার্যালয়ের অবকাঠামোগত স্থানের সংকট দূর হবে এবং সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের জায়গার সংকুলান হবে; ▪ স্থায়ী জনবল নিয়োগের ফলে সিসিএ কার্যালয়ের কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধি পাবে; ▪ সিসিএ কার্যালয়ে দক্ষ টেকনিক্যাল টিম তৈরি হবে; ▪ সকল সফটওয়্যার ডেভেলপারগণ (যেমন, সরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট

ক্রমিক নং	সময়	কার্যক্রম	প্রত্যাশিত ফল
		▪ এপ্লিকেশন পলিসি ডকুমেন্ট এবং এপ্লিকেশন সিকিউরিটি গাইডলাইন প্রণয়ন; ▪ থার্ড পার্টি এপ্লিকেশনের জন্য নিরাপত্তা নিরীক্ষা গাইডলাইন প্রণয়ন; ▪ থার্ড পার্টি প্লাটফর্মে (যেমন- ওয়েবঅ্যাপ, SaaS, মোবাইল অ্যাপ প্রভৃতি) যেকোন ধরণের এপ্লিকেশন চালুর অনুশীলন প্রবর্তন; ▪ পিকেআই অথেন্টিকেশন এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরের জন্য সিএ, রুট সিএ সংযুক্ত করে SDK উন্নয়ন; ▪ থার্ড পার্টি এপ্লিকেশনকে ওয়েবট্রাস্ট কমপ্লায়েন্স স্ট্যান্ডার্ড এর আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন; ▪ ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য R&D সেল গঠন; ▪ ই-সাইন বাস্তবায়নে Application Programming Interface (API) গাইডলাইন এবং সংশ্লিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন; ▪ স্টেকহোল্ডারগণকে ত্রৈমাসিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন সিসিএ কার্যালয়ে প্রেরণে উৎসাহ প্রদান/ বাধ্যকরণ; ▪ ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারসহ এটুআই এর মুক্তপাঠ প্লাটফর্মে অনলাইন কোর্স চালুর জন্য কন্টেন্ট প্রস্তুতকরণ; ▪ ই-নথি, পাসপোর্ট, ইউনিক বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন এবং ডিজিলকার (মাইলকার) অ্যাপ্লিকেশনে ডিজিটাল স্বাক্ষর/ ই-সাইন যুক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ; ▪ সিএদের সম্পৃক্ত করে সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্য আবশ্যিকভাবে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার চালুকরণ।	কোম্পানি, ব্যাংক প্রভৃতি) পিকেআই এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এ সম্পর্কে জানতে পারবে; ▪ এটি ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রায়োগিক ক্ষেত্র বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে; ▪ এটি ডেভেলপারদের জন্য সাইবার নিরাপত্তা চর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে। যেমনঃ VAPT, লগ মনিটরিং, Vulnerability Patch Management প্রভৃতির মাধ্যমে নিরাপত্তা বজায় থাকবে; ▪ জনগণের ব্যক্তিগত তথ্যের বিকৃতি এবং হ্যাকিং এর ঝুঁকি হ্রাস করবে; ▪ বাংলাদেশের পিকেআই এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর আন্তর্জাতিক মানের হবে; ▪ ডংগলভিত্তিক ডিজিটাল স্বাক্ষরের পাশাপাশি ই-সাইন চালু করা যাবে; ▪ ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে; ▪ ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।
২.	মধ্য মেয়াদী (২৪ মাস/ ২ বছর)	▪ সিসিএ কার্যালয়ের স্থায়ী টেকনিক্যাল টিম গঠনের লক্ষ্যে পিকেআই এবং সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মানের কোর্স অন্তর্ভুক্তকরণ; ▪ পিকেআই সংশ্লিষ্ট দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য সিসিএ'র কর্মকর্তাদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুতকরণ; ▪ প্রযুক্তি বিনিময় এবং এর প্রয়োগের লক্ষ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়নে আগ্রহী প্রথম ১০ টি ই-সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান'কে সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক পিকেআই সম্বলিত	▪ সিসিএ কার্যালয়ের স্থায়ী দক্ষ টেকনিক্যাল টিম গড়ে উঠবে; ▪ ১০ টি পিকেআই এনাবল প্লাটফর্ম তৈরি হবে এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রায়োগিক ক্ষেত্রের বিস্তার ঘটবে; ▪ এটি বাংলাদেশের পিকেআই সিস্টেম এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রায়োগিক ক্ষেত্র বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে; ▪ জনগণের ব্যক্তিগত তথ্য বিকৃতি এবং হ্যাকিং এর ঝুঁকি হ্রাস করবে;

ক্রমিক নং	সময়	কার্যক্রম	প্রত্যাশিত ফল
		নিরাপত্তা অবকাঠামোসহ বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি পরামর্শ প্রদান; ▪ ইতোমধ্যে প্রণীত গাইডলাইনের ভিত্তিতে VAPT, কনফিগারেশন অডিট ও পলিসি অডিট সম্পন্নকরণ; ▪ স্টেকহোল্ডারদের সিস্টেমের সমস্যা চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানের বিষয়ে অনলাইন ভিত্তিক পরামর্শ প্রদান; ▪ স্টেকহোল্ডারগণ গাইডলাইনে বর্ণিত নির্ধারিত মান অনুসরণ করছে কিনা সে বিষয়ে তদারকি নিয়মিতকরণ; ▪ আইটি সংক্রান্ত নিরীক্ষা কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অডিটর নিয়োগকরণ; ▪ সিসিএ কার্যালয় অডিটর এর সাথে সমন্বয় করে প্রতিবছর সিএ কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং এবং এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রুটিন কার্যক্রম নির্ধারণ; ▪ ই-সার্ভিসসমূহে সিসিএ গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক পিকেআই সিস্টেম সংযুক্তকরণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ; ▪ সিএ প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় ডেটাবেজ উন্নয়ন; ▪ সার্টিফাইং অথরিটিসমূহকে সম্পৃক্ত করে সাইবার ইনসিডেন্ট সংক্রান্ত তদারকি ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য “সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন; ▪ ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারসহ এটুআই এর মুক্তপাঠ প্লাটফর্মে অনলাইন কোর্স চালুকরণ।	▪ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক নিরীক্ষা, সাইবার নিরাপত্তার মান এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরের ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করবে; ▪ কেন্দ্রীয়ভাবে সিএসমূহ ও ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারকারীর তথ্য এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের সঠিকতা যাচাই করা যাবে; ▪ ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক জালিয়াতিসহ অন্যান্য সাইবার আক্রমণের ঝুঁকি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে; ▪ ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।
৩.	দীর্ঘ মেয়াদী (৬০ মাস/ ০৫ বছর)	▪ সিসিএ কার্যালয়ের জন্য ১৫ তলা বিশিষ্ট নিজস্ব ভবন নির্মাণ; ▪ পিকেআই সংশ্লিষ্ট দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য সিসিএ’র কর্মকর্তাদের দেশে-বিদেশে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান; ▪ সিসিএ কার্যালয় অডিটর এর সাথে সমন্বয় করে সিএ কার্যক্রমের ফি প্রতিবছর নিয়মিত মনিটরিং; ▪ পিকেআই সংশ্লিষ্ট গাইডলাইন ও ডকুমেন্ট প্রণয়ন ও যুগোপযোগীকরণ; ▪ ই-সার্ভিসসমূহে সিসিএ গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক পিকেআই সিস্টেম সংযুক্তকরণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	▪ সিসিএ কার্যালয়ের অবকাঠামোগত স্থান সংকট স্থায়ীভাবে দূর হবে; ▪ সিসিএ কার্যালয়ের স্থায়ী দক্ষ টেকনিক্যাল টিম গড়ে উঠবে; ▪ ৩০ টি বা ততোধিক পিকেআই এনাবল প্লাটফর্ম তৈরি হবে এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রায়োগিক ক্ষেত্রের বিস্তার ঘটবে; ▪ এটি বাংলাদেশের পিকেআই সিস্টেম এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রায়োগিক ক্ষেত্র বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে;

ক্রমিক নং	সময়	কার্যক্রম	প্রত্যাশিত ফল
		কর্তৃক সেবা প্রদান; ▪ পিকেআই সিস্টেম অথবা ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য আইন/নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন; ▪ পিকেআই সিস্টেমে আরো ১০ থেকে ২০ টি প্লাটফর্ম যুক্ত করার জন্য আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ; ▪ বাংলাদেশের রুট সিএ সার্টিফিকেটকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পরিচিত করার জন্য বিভিন্ন থার্ড পার্টির ব্রাউজার/অ্যাপ্লিকেশনের ডিরেক্টরিতে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ; ▪ ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারসহ এটুআই এর মুক্তপাঠ প্লাটফর্মে অনলাইন কোর্স চালুকরণ।	▪ জনগণের ব্যক্তিগত তথ্য বিকৃতি এবং হ্যাকিং এর ঝুঁকি হ্রাস করবে; ▪ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক নিরীক্ষা সাইবার নিরাপত্তার মান এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরের ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করবে; ▪ পর্যায়ক্রমে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত প্লাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত হতে আগ্রহী হবে যার ফলে সারাদেশে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষর এবং পিকেআই সলিউশন এর প্রচলন হবে; ▪ ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

সিসিএ কার্যালয়ের ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব

বর্তমান যুগে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের সাথে সাথে এর অপব্যবহার বৃদ্ধির ফলে মানুষ নানা রকম সাইবার অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। এসব অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬, পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ সহ বিভিন্ন ধরণের আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর অধীনে সাইবার অপরাধের বিচারের জন্য সরকার সাইবার ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ অনুসারে সিসিএ কার্যালয় সাইবার অপরাধের তদন্ত করে থাকে। সাইবার অপরাধীদের শনাক্ত করার জন্য প্রচলিত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে সংগঠিত অপরাধের তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উপায় হলো অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট আলামত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট উদ্ধার করা। আর এসব ডিজিটাল আলামত (যেমন-কম্পিউটার, মোবাইল এবং ওয়েব) সংশ্লিষ্ট অপরাধের তদন্তের স্বার্থে অপরাধ সংগঠনের স্থান হতে আলামত সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে ডিজিটাল ফরেনসিক পরীক্ষার মাধ্যমে এসব আলামতের বিশ্লেষণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডিজিটাল আলামতের বিশ্লেষণ ও ফরেনসিক রিপোর্ট প্রদানের জন্য ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব অপরিহার্য। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করে সিসিএ কার্যালয়ের তদন্ত প্রক্রিয়াকে আরো গতিশীল, যুগোপযোগী এবং কার্যকর করার লক্ষ্যেই সিসিএ কার্যালয়ে একটি আধুনিক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের "পিকেআই (পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার) সিস্টেমের মানোন্নয়ন এবং সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৭ সালে এই ফরেনসিক ল্যাবটি স্থাপন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ ১১ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে এই ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের উদ্বোধন করেন। সিসিএ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের মাধ্যমে সাইবার মামলা সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল আলামতের ফরেনসিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এই ফরেনসিক ল্যাবে সাইবার ট্রাইব্যুনাল হতে আগত মামলাসমূহের তদন্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রাপ্ত ডিজিটাল আলামতের ফরেনসিক পরীক্ষা সম্পন্ন করে ফরেনসিক প্রতিবেদন সাইবার ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করা হয়েছে।

সাইবার অপরাধের তথ্য উদ্‌ঘাটন, প্রকৃত অপরাধীকে শনাক্তকরণ এবং সাইবার হয়রানির শিকার ব্যক্তির জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সিসিএ কার্যালয়ে ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। এই ফরেনসিক ল্যাবটি দেশের সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি এবং সাইবার অপরাধ নির্মূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে মর্মে আশা করা যায়।

‘কন্যাকথা’ ওয়েবসাইট

কন্যাকথা- জন্ম কথা

প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মেয়েদের সাইবার অপরাধ বিষয়ে সচেতন করার উদ্দেশ্য নিয়ে দেশে প্রথমবারের মতো এ বিশেষায়িত ওয়েব পোর্টালটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ-এর কার্যালয়ের উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে এ কার্যক্রমটিকে নির্বাচিত করা হয়। এ কার্যালয়ের উপ-নিয়ন্ত্রক (সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা) জনাব হাসিনা বেগম তার উদ্ভাবনী প্রস্তাব হিসেবে “কন্যাকথা” ওয়েব পোর্টাল তৈরির ধারণাটি প্রদান করেন যা পরবর্তীতে এ কার্যালয়ের ইনোভেশন টিম কর্তৃক বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সিসিএ কার্যালয় হতে কিশোরী মেয়েদের সাইবার অপরাধ বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্য নিয়ে ২০১৭ সাল হতে একটি কার্যক্রম পারিচালিত হচ্ছে। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে এ কার্যক্রমটি বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে করোনাকালীন সময়ে অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণসহ ইন্টারনেটে বেশি সময় কাটানোর কারণে স্কুলের কিশোরী মেয়েদের সাইবার অপরাধে আক্রান্ত হবার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল। এ প্রেক্ষাপটে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় হতে পূর্বের সরাসরি উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের পরিবর্তে অনলাইন প্লাটফর্ম জুম ব্যবহার করে ছাত্রীদের সাইবার অপরাধ বিষয়ে সচেতন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে অক্টোবর ২০২০ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ৬৪ টি জেলার ৫৫,৮৯৩ জন কিশোরী শিক্ষার্থীকে সাইবার অপরাধ বিষয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কিন্তু প্রশিক্ষণ শেষ হয়ে যাবার পর সংশ্লিষ্ট জেলার কিশোরী মেয়েদের সাথে সম্পৃক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে উক্ত প্রশিক্ষণের সকল রেকর্ডিং, প্রশ্নোত্তর পর্ব, টিউটোরিয়াল, ই-বুক সহ সব ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল সমন্বয় করে “কন্যাকথা” নামে ওয়েবসাইটটি চালু করা হয় এবং এটি কিশোরী মেয়ে এবং তাদের সাইবার বিষয়ক জিজ্ঞাসা, মতামত ও পরামর্শের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তুলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

ভিশন: কিশোরীর জন্য সাইবার অপরাধ মুক্ত আনন্দময় বাংলাদেশ।

মিশন: প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মেয়েদের সাইবার অপরাধ বিষয়ে সচেতন করে গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্য: সাইবার অপরাধ বিষয়ে মতামত, অভিজ্ঞতা শেয়ার করার মাধ্যমে একটি সাইবার অপরাধ মুক্ত বাংলাদেশ গঠন।

গৃহীত কার্যক্রম: “কন্যাকথা” সমগ্র বাংলাদেশের কিশোরীদের জন্য একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যেখানে তারা নিরাপদে সাইবার জগতে বিচরণের উপায় ও সাইবার অপরাধ বিষয়ে তাদের সকল জিজ্ঞাসা এবং এ বিষয়ে তাদের মতামত প্রদান করতে পারছে। প্রতি জেলা হতে ০২ (দুই) জন ছাত্রীকে জেলা এ্যাম্বাসেডর হিসেবে মনোনীত করা হচ্ছে যারা সংশ্লিষ্ট জেলার অন্যান্য মেয়েদের এ প্লাটফর্মের সাথে সম্পৃক্ত করতে কাজ করছে। এছাড়াও জেলা এম্বাসেডরদের সহায়তায় এবং অনলাইন অভিযোগ/পরামর্শ ফর্ম ব্যবহার করার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা সরাসরি সিসিএ কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ পাচ্ছে। এক কথায় ‘কন্যাকথা’ একটি উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম যেখানে বাংলাদেশের কিশোরী মেয়েরা মন খুলে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনার পাশাপাশি এর সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে জানতে পারছে। এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটি প্রত্যেক কিশোরীকে একজন সাইবার যোদ্ধা হিসেবে গড়ে তুলবে, যা তাকে সাইবার অপরাধের শিকার হবার আগেই সচেতন করে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। “কন্যাকথা” ওয়েব পোর্টালের লিংক www.konnakotha.cca-innovation.repl.co ।

সিসিএ কার্যালয়ের উত্তম চর্চা

১. বিভিন্ন সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি পর্যায়ে সভা/সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে নলেজ শেয়ারিং;

২. MyGov প্লাটফর্ম, ই-মেইল এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম এর মাধ্যমে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

৩. "CA Evaluation Tools" নামক প্লাটফর্ম ব্যবহার করে সিএ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সিসিএ কার্যালয়ে তথ্য প্রেরণ;

৪. সিসিএ অফিসের সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম (www.facebook.com/ccabangladesh), দাপ্তরিক মেইল (info@cca.gov.bd) এবং মতামত বক্সের মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ের সেবা প্রদান;

৫. 'ডিজিটাল নিরাপত্তা ও সচেতনতা' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন;

৬. 'কন্যাকথা' ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কিশোরী মেয়েদের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

৭. ফেসবুক একাউন্ট পুনরুদ্ধার ও নিরাপদে ফেসবুক ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ;

৮. "ডিজিটাল নিরাপত্তা ও সচেতনতা" শীর্ষক পুস্তিকা প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ;

৯. নিয়মিতভাবে তথ্য বাতায়ন এবং সেবা বক্সসমূহ হালনাগাদকরণ; সরকারি ক্রয়ে ই-জিপি সিস্টেমের যথাসম্ভব ব্যবহার;

১০. আর্থিক বিষয়াদি ব্যতীত নথি সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী ই-নথির মাধ্যমে সম্পাদন;

১১. সিসিএ কার্যালয়ের মূল প্রবেশ ফটকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণের লক্ষ্যে এ কার্যালয়ের ভিজিটরদের পরিচিতি নিশ্চিতকল্পে 'ভিজিটর অ্যাক্সেস রেজিস্টার' চালুকরণ;

১২. সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও জনগণের আগমন ও বহির্গমন নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা;

১৩. সিসিএ কার্যালয়ের প্রতিটি কক্ষের জিনিসপত্র প্রতিদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা;

১৪. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক রেজিস্টার চালুকরণ ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী কর্তৃক রেজিস্টারে নিয়মিত স্বাক্ষর প্রদান;

১৫. রুট সিএ সার্ভার রুম, ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব, পিকেআই আরএন্ডডি ল্যাব এবং প্রধান ফটকের এক্সেস কন্ট্রোল লগ নিয়মিত মনিটরিং।

সিটিজেন চার্টার

১. ভিশন ও মিশন

ভিশন: নিরাপদ তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ।

মিশন: ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রবর্তনের মাধ্যমে নিরাপদ তথ্য আদান প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং সাইবার অপরাধ দূরীকরণে জাতীয় ও আঞ্চলিক যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা।

২. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

২.১) নাগরিক সেবা:

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	ডিজিটাল স্বাক্ষর সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান	ই-মেইল, টেলিফোন অথবা স্ব-শরীরে এবং myGov প্লাটফর্মে	সিসিএ কার্যালয় www.cca.gov.bd এবং myGov প্লাটফর্ম www.mygov.bd	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কার্যদিবস	১. জনাব এস এম মুনীর উদ্দিন উপ-নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) (অর্থ, প্রশাসন ও আইন) ফোনঃ +৮৮০ ২ ৪১০২৫৬৭০ ই-মেইল: munir.uddin@ictd.gov.bd ২. জনাব নাজনীন আক্তার সহকারী প্রকৌশলী (আইটি সিকিউরিটি) ফোনঃ +৮৮০ ২ ৪১০২৫৬৬৫ ই-মেইল:naznin.akhtar@cca.gov.bd
২.	সাইবার মামলার তদন্ত	তদন্ত রির্পোট প্রদান	সাইবার ট্রাইব্যুনাল	সাইবার ট্রাইব্যুনালে কোর্ট ফি আবেদন	ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত	জনাব লুৎফুন নাহার উপ-নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা ফোনঃ +৮৮০ ২ ৪১০২৫৬৭০ ই-মেইল: lutfun277@gmail.com

৩.	ডিজিটাল ফরেনসিক রিপোর্ট	ল্যাব রিপোর্ট	সাইবার ট্রাইব্যুনাল	বিনামূল্যে	সাইবার ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত	জনাব শামীম আহমেদ ভূঁইয়া তদন্ত কর্মকর্তা (আইন) ফোনঃ +৮৮০ ২ ৪১০২৫৬৭২ ই-মেইল:shameem.ahmed@cca.gov.bd
৪.	সাইবার হয়রানির ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান	ই-মেইল, টেলিফোন অথবা স্ব-শরীরে	সিসিএ কার্যালয় www.cca.gov.bd info@cca.gov.bd konnakotha.cca.gov.bd www.facebook.com/ccabangladesh	বিনামূল্যে	৩ কার্যদিবস	১. জনাব মোঃ খালেদ হোসেন চৌধুরী আইন কর্মকর্তা (আইন) ফোনঃ +৮৮০ ২ ৪১০২৫৬৭১ ই-মেইল:khaled.hossain@cca.gov.bd ২. জনাব মোঃ হাসান মুনছুর সহকারী প্রোগ্রামার (ওয়েব প্রযুক্তি) ফোনঃ +৮৮০ ১৭২ ৫৩২ ৬৫৯৩ ই-মেইলঃ hasan.monsur@cca.gov.bd
৫.	কম্পিউটার ইনসিডেন্স রেসপন্স টিম এর মাধ্যমে CA প্রতিষ্ঠানসমূহে ও ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংঘটিত সাইবার অপরাধের উৎস চিহ্নিতকরণ এবং তথ্য উদঘাটন	পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ ও জব্দকরণ	সিসিএ কার্যালয় www.cca.gov.bd	বিনামূল্যে	১৪ (চৌদ্দ) কর্ম দিবস	১. জনাব শামীম আহমেদ ভূঁইয়া তদন্ত কর্মকর্তা(আইন) ফোনঃ +৮৮০ ২ ৪১০২৫৬৭২ ই-মেইলঃ shameem.ahmed@cca.gov.bd ২. জনাব মনিরা খাতুন তদন্ত কর্মকর্তা - ১ (ইমার্জেন্সি রেসপন্স) ফোনঃ +৮৮০ ১৭৪ ৫৭৩ ৫৮৯৮ ই-মেইলঃ monira.khatun@cca.gov.bd ৩. জনাব মোঃ বনিআমিন তদন্ত কর্মকর্তা - ২ (ইমার্জেন্সি রেসপন্স) ফোনঃ +৮৮০ ১৭৯ ৭২৬ ৩৯৯০ ই-মেইলঃ boni.amin@cca.gov.bd
৬.	সিসিএ কার্যালয়ের সকল তথ্য নিয়মিত ওয়েবসাইটে হালনাগাদকরণ	ওয়েবসাইট	সিসিএ কার্যালয়ের ওয়েবসাইট www.cca.gov.bd	বিনামূল্যে	৩ (তিন) কর্ম দিবস	জনাব কাজী শোয়েব মোহাম্মদ সহকারী প্রোগ্রামার (ডাটাবেজ) মোবাইলঃ ০১৮১৪ ৯৭৬০০১ ই-মেইলঃ kazi.shoaib@cca.gov.bd

২.২) প্রাতিষ্ঠানিক সেবা:

ক্র: নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	সিএ লাইসেন্স প্রদান	পত্র মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদান এবং সিডি	সিসিএ কার্যালয় www.cca.gov.bd	সিএ বিধিমালা-২০১০ এবং সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্য	০৬ (ছয়) সপ্তাহ	১. জনাব এস এম মুনীর উদ্দিন উপ-নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) (অর্থ, প্রশাসন ও আইন) ফোনঃ +৮৮০ ২ ৪১০২৫৬৭০ ই-মেইল: munir.uddin@ictd.gov.bd
২.	সিএ লাইসেন্স বাতিল/ স্থগিত বিষয়ক কার্যক্রম	পত্র মাধ্যম	সিসিএ কার্যালয় www.cca.gov.bd	বিনামূল্যে	৬০ (ষাট) দিন	১. জনাব এস এম মুনীর উদ্দিন উপ-নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) (অর্থ, প্রশাসন ও আইন) ফোনঃ +৮৮০ ২ ৪১০২৫৬৭০ ই-মেইল: munir.uddin@ictd.gov.bd
৩.	সিএ অডিটর নিয়োগ ও সিএ অডিট কার্যক্রম	নিয়োগ পত্র প্রদান	সিসিএ কার্যালয় www.cca.gov.bd	টেন্ডারের মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ এবং সার্টিফাইং অথোরিটি (সিএ) কর্তৃক প্রকৃত অডিট কাজের উপর ভিত্তি করে মূল্য পরিশোধ	৬০ (ষাট) কর্মদিবস	জনাব মোঃ খালেদ হোসেন চৌধুরী সহকারী নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), অর্থ ও প্রশাসন ফোনঃ +৮৮০ ২ ৪১০২৫৬৭১ ই-মেইল:khaled.hossain@cca.gov.bd
৪.	ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট রিভোকেশন লিষ্ট হালনাগাদ	বাংলাদেশ রুট সিএ সার্টিফিকেশন অনুশীলন বিবৃতি, ২০২০ অনুযায়ী	www.cca.gov.bd http://crl.cca.gov.bd/	বিনামূল্যে	১৮০ দিন	জনাব লুৎফুন নাহার উপ-নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), আইসিটি ফোনঃ +৮৮০ ২ ৪১০২৫৬৭০ ই-মেইল: lutfun277@gmail.com
৫.	সার্টিফাইং অথরিটির ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সাইনিং রিকোয়েস্ট অনুমোদন	ডিভাইসের মাধ্যমে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদান	www.cca.gov.bd	বিনামূল্যে	০৭ (সাত) কর্ম দিবস	জনাব লুৎফুন নাহার উপ-নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), আইসিটি ফোনঃ +৮৮০ ২ ৪১০২৫৬৭০ ই-মেইল: lutfun277@gmail.com

৬.	সিএ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রযুক্তিগত কার্যক্রম	ডিজিটাল স্বাক্ষর ইন্টার-অপারেবিলিটি নির্দেশিকা, ২০২১ এবং বাংলাদেশ রুট সিএ সার্টিফিকেশন অনুশীলন বিবৃতি, ২০২০ অনুযায়ী	সিসিএ কার্যালয় www.cca.gov.bd	বিনামূল্যে	০৭ (সাত)কর্মদিবস	জনাব লুৎফুন নাহার উপ-নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), আইসিটি ফোনঃ +৮৮০ ২ ৪১০২৫৬৭০ ই-মেইল: lutfun277@gmail.com

২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবা:

ক্র: নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	ছুটি সংক্রান্ত বিষয়	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কর্ম দিবস	১. জনাব এস এম মুনীর উদ্দিন উপ-নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) (অর্থ, প্রশাসন ও আইন) ফোনঃ +৮৮০ ২ ৪১০২৫৬৭০ ই-মেইল: munir.uddin@ictd.gov.bd ২. জনাব মোঃ খালেদ হোসেন চৌধুরী সহকারী নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অর্থ ও প্রশাসন ফোনঃ +৮৮০ ২ ৪১০২৫৬৭১ ই-মেইল:khaled.hossain@cca.gov.bd
২.	সাধারণ ভবিষ্যত তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরি	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ)কর্ম দিবস	
৩.	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	১২০ (একশত বিশ) কর্ম দিবস	
৪.	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর চাকুরী স্থায়ীকরণ	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	২৫ (পচিঁশ)কর্ম দিবস	
৫.	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিসহ বিভিন্ন প্রকার কমিটিতে প্রতিনিধি মনোনয়ন	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ)কর্ম দিবস	
৬.	বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কর্ম দিবস	
৭.	পদ সৃজন সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনে সুপারিশ প্রদান	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ)কর্ম দিবস	
৮.	গৃহনির্মাণ/গৃহমেরামত/মোটর সাইকেল/কম্পিউটার/বাইসাইকেল	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ)কর্ম দিবস	

	ক্রয়ের নিমিত্ত অগ্রিম ঋণ মঞ্জুরি সংক্রান্ত বিষয়াদি					
৯.	বাজেট কাঠামো	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমা	
১০.	দপ্তরের সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়ের জন্য দরপত্র/কোটেশন আহবান ও প্রচার	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক	
১১.	বিভিন্ন বিল পরিশোধ	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	এজি-তে বিল উপস্থাপনের জন্য ০৭ (সাত) কর্মদিবস	

৩) অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS):

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন:

ক্র. নং	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	অভিযোগ নিষ্পত্তি (GRS) ফোকাল পয়েন্টঃ (অনিক) ১. জনাব এস এম মুনীর উদ্দিন উপ-নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) (অর্থ, প্রশাসন ও আইন) ফোনঃ +৮৮০ ২ ৪১০২৫৬৭০ ই-মেইল: munir.uddin@ictd.gov.bd ওয়েবঃwww.cca.gov.bd	৩০ কার্যদিবস
২.	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	আপিল কর্মকর্তা	আপীল কর্মকর্তাঃ জনাব ড. মুহম্মদ মেহেদী হাসান পদবীঃ যুগ্মসচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ফোনঃ +৮৮-০২-৪১০২৪০৪২ ই-মেইল: mehedi@ictd.gov.bd ওয়েবঃ www.ictd.gov.bd	২০ কার্যদিবস
৩.	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৬০ কার্যদিবস

৪) আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা:

ক্রমিক	প্রতিশ্রুত/কাঙ্খিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়
১.	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান
২.	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফিস পরিশোধ করা
৩.	ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে অনলাইনে আপনার তথ্য ও লেনদেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন
৪.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল মেসেজ/ইমেইলের নির্দেশনা অনুসরণ করা
৫.	সাক্ষাতের জন্য ধার্য তারিখে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা
৬.	অনাবশ্যক ফোন/তদবির না করা